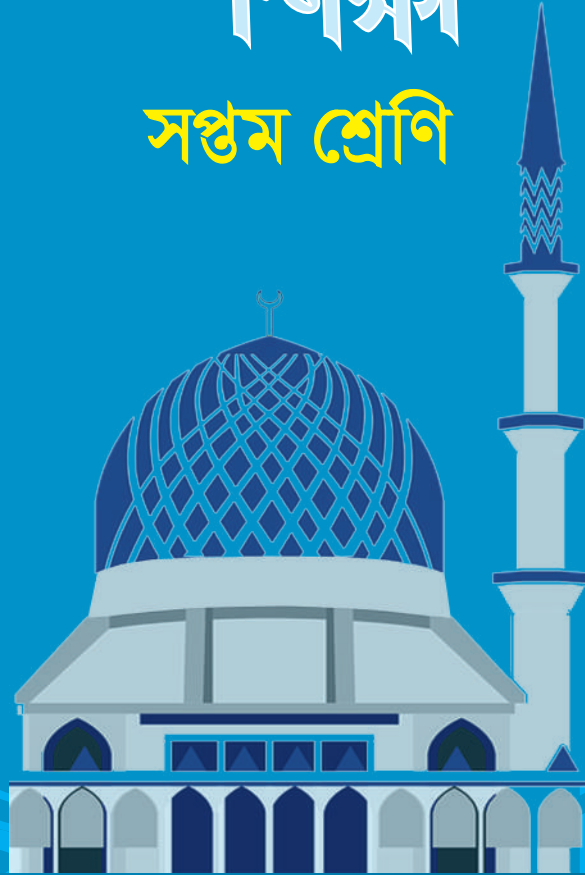


শিক্ষক সহায়িকা

ইসলাম শিক্ষা

সপ্তম শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

হাত ধোয়ার সঠিক নিয়ম

১



পানি ব্যবহার করে
সাবান দিয়ে ফেনা
তৈরি করতে হবে

২



দুই হাতের পেছন
থেকে আঙুলের ফাঁক
পরিস্কার করতে হবে

৩



দুই হাতের তালু এবং
আঙুলের ফাঁক পরিস্কার
করতে হবে

৪



দুই হাতের আঙুল
আলতোভাবে মুঠো করে
ভালোভাবে ঘষতে হবে

৫



দুই হাতের বুড়ো আঙুল
হাতের তালু দিয়ে ঘুরিয়ে
পরিস্কার করতে হবে

৬



এক হাতের পাঁচ আঙুলের
নখ দিয়ে অন্য হাতের তালু
ভালোভাবে ঘষতে হবে

৭



দুই হাতের কজি পর্যন্ত
ভালোভাবে পরিস্কার
করতে হবে

৮



হাত ভালোভাবে খুয়ে
শুকনো পরিস্কার কাপড় বা
টিন্যু দিয়ে মুছে নিতে হবে

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম - ২০২২ অনুযায়ী প্রণীত
এবং ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে সপ্তম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত শিক্ষক সহায়িকা

শিক্ষক সহায়িকা

ইসলাম শিক্ষা

সপ্তম শ্রেণি

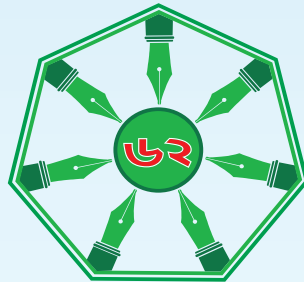
(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা

অধ্যাপক ড. মোঃ নজরুল ইসলাম
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম
ড. আমির হোসেন
ড. মোঃ আবু হানিফ
ড. মোহাম্মাদ মাসুম বিল্লাহ
ইফফাত নাওমী
মুহাম্মদ আবুল মনসুর
ড. মোঃ ইকবাল হায়দার
উম্মে কুলসুম

সম্পাদনা

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০২২

পুনর্মুদ্রণ : ২০২৩

শিল্পনির্দেশনা

মঞ্জুর আহমেদ

প্রচ্ছদ

নূর-ই-ইলাহী

গ্রাফিক্স

নূর-ই-ইলাহী

আবাবিল যুল জালাল

নামাঙ্কন

মো. রাসেল রানা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ কথা

পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনের গতিও হয়েছে অনেক দ্রুত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে অভাবনীয় গতিতে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসছে তার মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। অদূর ভবিষ্যতে অনেক নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে যা এখনও আমরা জানি না। অনাগত সেই ভবিষ্যতের সাথে আমরা যেন নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি তার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যা আজ অনেক বেশি প্রকট। দেখা দিচ্ছে কোভিড ১৯ এর মতো মহামারি যা সারা বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে থমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং আমাদের জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক, বৈশ্বিক এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত, কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে। ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী এনসিটিবির আওতায় বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলন পরিচালিত হয়। এসব গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক এ শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন যথোপযুক্ত শিখন সামগ্রী। এ শিখন সামগ্রীর মধ্যে শিক্ষক সহায়িকার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। যেখানে পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় অন্যান্য শিখন সামগ্রী ব্যবহার করে কীভাবে শ্রেণি কার্যক্রমকে যৌক্তিকভাবে আরও বেশি আনন্দময় এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক করা যায় তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। শ্রেণি কার্যক্রমকে শুধু শ্রেণিকক্ষের ভেতরে সীমাবদ্ধ না রেখে শ্রেণির বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সুযোগ রাখা হয়েছে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের। সকল ধারার (সাধারণ ও কারিগরি) শিক্ষকবৃন্দ এ শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণ করে সপ্তম শ্রেণির শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। আশা করা যায়, প্রণীত এ শিক্ষক সহায়িকা আনন্দময় এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়নে ধর্ম, বর্ণ, সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনা নেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানাননীতি অনুসরণ করা হয়েছে। শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়ন, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যঁারা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরীক্ষামূলক এই সংস্করণের কোনো ভুল বা অসংগতি কারো চোখে পড়লে এবং এর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

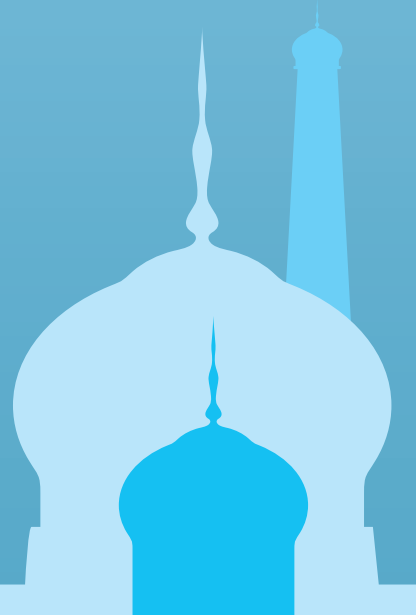
ইসলাম শিক্ষা

শিক্ষক সহায়িকা



সূচিপত্র

শিক্ষক সহায়িকা নিয়ে কিছু কথা	১
অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন নিয়ে কিছু কথা	২
শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা	৩
সেশন	৪
মূল্যায়ন সম্পর্কিত সাধারণ নির্দেশনা	৫
যোগ্যতা-১, অভিজ্ঞতা-১	৬
যোগ্যতা-২, অভিজ্ঞতা-১	১১
যোগ্যতা-২, অভিজ্ঞতা-২	১৫
যোগ্যতা-৩, অভিজ্ঞতা-১	২১
যোগ্যতা-৩, অভিজ্ঞতা-২	২৯
যোগ্যতা-৩, অভিজ্ঞতা-৩	৩৩



শিক্ষক সহায়িকা নিয়ে কিছু কথা

প্রিয় শিক্ষক,

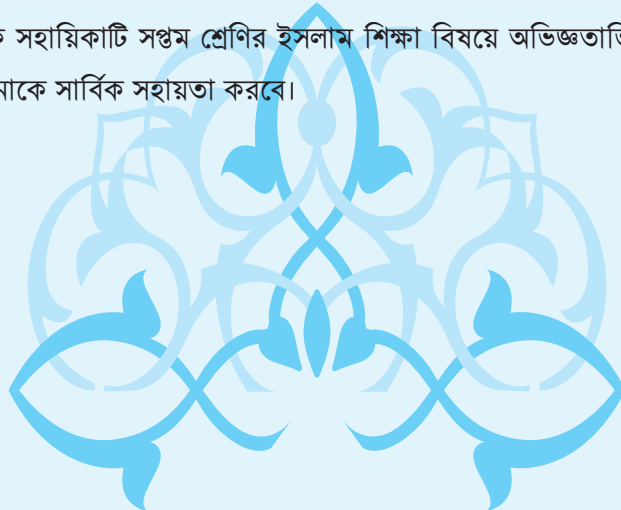
সপ্তম শ্রেণির ইসলাম শিক্ষার শিক্ষক সহায়িকায় আপনাকে স্বাগত।

ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষক সহায়িকার মত এই সহায়িকাটিও অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের কিভাবে পাঠদান করা যায় তা আপনি এই শিক্ষক সহায়িকাটি ব্যবহার করে জানতে পারবেন। এই সহায়িকাটি সহজ, সরল এবং প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা। এটি পড়ে আপনি সহজেই বুঝতে পারবেন কিভাবে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এখানে প্রয়োজনীয় উদাহরণ, নমুনা পদ্ধতি এবং নমুনা প্রশ্ন এমনভাবে দেয়া আছে যা আপনাকে পাঠদানে সহায়তা করবে।

মনে রাখবেন, আপনার দায়িত্ব হল শিক্ষার্থীদের থেকে তাদের সর্বোচ্চটা আদায় করে নেয়া এবং সেই ক্ষেত্রে তাদের সবধরণের সহায়তা প্রদান করা। এই সহায়িকাটি আপনাকে সেই কাজে সহায়তা করবে। এই সহায়িকাটি ব্যবহার করে আপনি শিক্ষার্থীদের ইসলাম শিক্ষা বিষয়ে পাঠদানের পাশাপাশি তাদের আচরণের পরিবর্তনগুলো লক্ষ্য করবেন। কারণ ইসলামকে অন্তরে ধারণের পাশাপাশি সঠিকভাবে অনুসরণ করে আচরণে পরিবর্তন আনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার পূর্বে যদি আপনি এই সহায়িকাটি পড়ে নেন তবে তা আপনার শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা করবে। এখানে উল্লেখিত পদ্ধতিগুলো সরাসরি অনুসরণের পাশাপাশি আপনি নিজের জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার সাথে মিলিয়ে আরো নতুন পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন। বিভিন্ন পদ্ধতি এবং কলাকৌশলের সংমিশ্রণ আপনার শ্রেণি কার্যক্রমকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলবে।

আশা করি, এই শিক্ষক সহায়িকাটি সপ্তম শ্রেণির ইসলাম শিক্ষা বিষয়ে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন কার্যক্রমের মাধ্যমে পাঠদানে আপনাকে সার্বিক সহায়তা করবে।

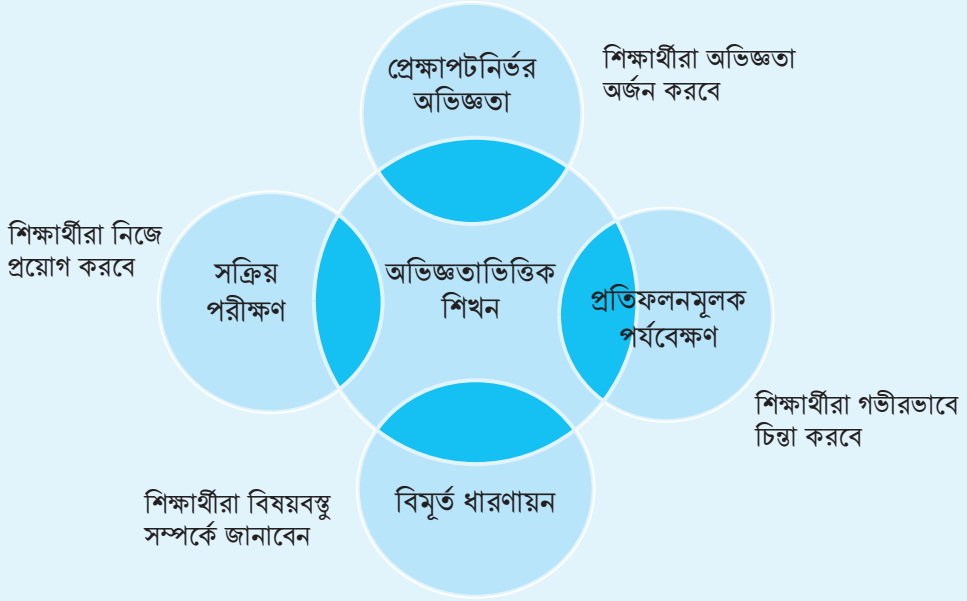


অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন নিয়ে কিছু কথা

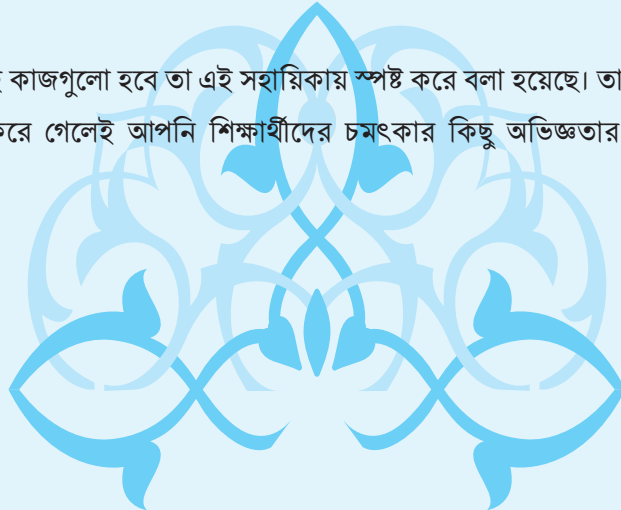
ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষক সহায়িকায় অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তবে আপনার সুবিধার্থে এই সহায়িকাটিতে সেটি আরেকবার তুলে ধরা হলো।

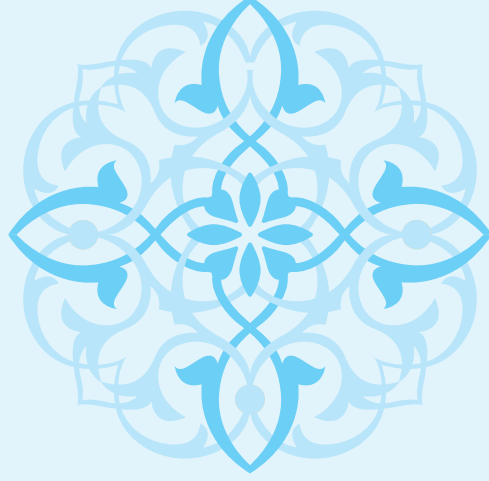
অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন বলতে এমন শিখন কার্যক্রমকে বোঝায় যেখানে শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়ে সঠিক জ্ঞান, দক্ষতা এবং ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করতে পারে।

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনে মূলত চারটি ধাপে শিখন অভিজ্ঞতাটি অর্জিত হয়। এই ধাপগুলো সহ অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন চক্রটি সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো-



ধাপে ধাপে কিভাবে এই কাজগুলো হবে তা এই সহায়িকায় স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। তাই কেবল এই সহায়িকাটি অনুসরণ করে কাজ করে গেলেই আপনি শিক্ষার্থীদের চমৎকার কিছু অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন।





শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের মাধ্যমে ধাপে ধাপে কিছু কাজ করে কয়েকটি অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়ে শিক্ষার্থীরা কিছু সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা অর্জন করবে। সপ্তম শ্রেণির ইসলাম শিক্ষার ক্ষেত্রে এমন যোগ্যতা রয়েছে ৩টি। সেগুলো হলো-

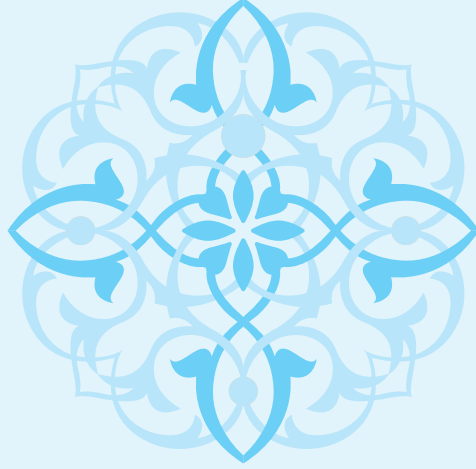
যোগ্যতা ১: ধর্মীয় উৎসসমূহ থেকে ইসলামের মৌলিক জ্ঞান আহরণ করে কুরআন ও হাদিসের নির্দেশনা অনুসরণ করতে পারা

যোগ্যতা ২: ইসলামের মৌলিক উৎস থেকে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুসরণ করে ইসলামি বিধি-বিধান চর্চা করতে পারা

যোগ্যতা ৩: ইসলামের মৌলিক শিক্ষা ও মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটিয়ে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জন করে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে চর্চা করতে পারা এবং মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখতে পারা

লক্ষ করুন, সপ্তম শ্রেণির ইসলাম শিক্ষার এই যোগ্যতা ৩টি পূর্ববর্তী শিক্ষাক্রমের শিখনফলগুলো থেকে আলাদা। আর তাই এই যোগ্যতাগুলো অর্জনের পদ্ধতিও আলাদা। এই যোগ্যতাগুলো অর্জনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হিসেবে ভূমিকা পালন করবে এবং শিক্ষক হিসেবে আপনি হবেন তাদের সহায়তাকারী। শিক্ষার্থীরা কিভাবে ধাপে ধাপে অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে যোগ্যতাগুলো অর্জন করবে এবং সেক্ষেত্রে আপনি কিভাবে তাদের সহায়তা করবেন সেটিই মূলত ব্যাখ্যা করা রয়েছে এই সহায়িকাটিতে।

সপ্তম শ্রেণির ইসলাম শিক্ষার এই ৩টি যোগ্যতা, এই শিক্ষক সহায়িকাটিতে ৬টি অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের প্রদান করার কথা বলা হয়েছে। তবে সময়ের সাথে সাথে আপনি নিজেও চাইলে এই সহায়িকাটি থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন নতুন অভিজ্ঞতা তৈরি করতে পারবেন।



সেশন

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনে প্রচলিত ক্লাস বা শ্রেণিকক্ষের ধারণা থেকে বের হয়ে আসার চেষ্টা করা হয়েছে। তাই এই শিক্ষক সহায়িকাটিতে এক একটি ক্লাস বোঝাতে ‘সেশন’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। সপ্তম শ্রেণির ইসলাম শিক্ষা বিষয়টির ক্ষেত্রে প্রতিটি সেশনের জন্য ৫০মিনিট সময় নির্ধারণ করা হয়েছে।

সপ্তম শ্রেণির ইসলাম শিক্ষার জন্য বাৎসরিক বরাদ্দকৃত মোট সময়কে এক একটি সেশনে ভাগ করলে মোট সেশন সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৬টি। এই ৫৬টি সেশনের মধ্যে শ্রেণিকক্ষের ভিতরের কাজের পাশাপাশি শ্রেণিকক্ষের বাইরের কাজগুলোকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই ৫৬টি সেশনে ভাগ করে ৩টি যোগ্যতা অর্জনের জন্য ৬টি অভিজ্ঞতাকে কিভাবে বন্টন করা হয়েছে তা এবার এক নজরে দেখে নেয়া যাক:

যোগ্যতা নং	অভিজ্ঞতা সংখ্যা	অভিজ্ঞতা নং	প্রতি অভিজ্ঞতায় সেশন সংখ্যা
১	১	১.১	৯
২	২	২.১	৯
৩	৩	২.২	৮
		৩.১	১২
		৩.২	১৩
		৩.৩	৫
মোট	৬	-	৫৬

মূল্যায়ন সম্পর্কিত সাধারণ নির্দেশনা

সপ্তম শ্রেণির ইসলাম শিক্ষা বিষয়টির ক্ষেত্রে শিখনকালীন এবং সামষ্টিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ফলাফল প্রকাশ করা হবে এবং সেই অনুসারে তাদের পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হওয়া বা না হওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। পূর্ববর্তী বছরগুলোর মত লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন পদ্ধতি থেকে বেরিয়ে এসে মূল্যায়ন করতে হবে।

সামষ্টিক মূল্যায়ন হবে দুটি (ষাণ্মাসিক এবং বার্ষিক) যেখানে ধর্মীয় জ্ঞান, বিধি-বিধান ও মূল্যবোধ সংক্রান্ত দক্ষতাগুলো যাচাই করা হবে। এর জন্য শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের প্রজেক্ট, কর্মশালা, কেস স্টাডি ইত্যাদি কাজগুলো দেওয়া হবে।

শিখনকালীন মূল্যায়ন সারাবছরব্যাপী চলতে থাকবে এবং সেটি জন্য শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কাজের রেকর্ড সংরক্ষণ করে রাখতে হবে।

মূল্যায়ন হবে সপ্তম শ্রেণির শ্রেণিভিত্তিকই যোগ্যতা অনুসারে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার, কেবল বিষয়বস্তু সম্পর্কিত জ্ঞানের নয়। এক্ষেত্রে আমরা জানি, সপ্তম শ্রেণির ইসলাম শিক্ষার বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা রয়েছে ৩টি। প্রথম যোগ্যতাটির মূল্যায়ন হবে মূলত জ্ঞানমূলক ডোমেইনের আওতায়, দ্বিতীয় যোগ্যতাটির মূল্যায়ন হবে মনোপেশিজ ডোমেইনের আওতায় এবং তৃতীয় যোগ্যতাটির মূল্যায়ন হবে মনোপেশিজ ডোমেইন এবং আবেগীয় ডোমেইনের আওতায়।

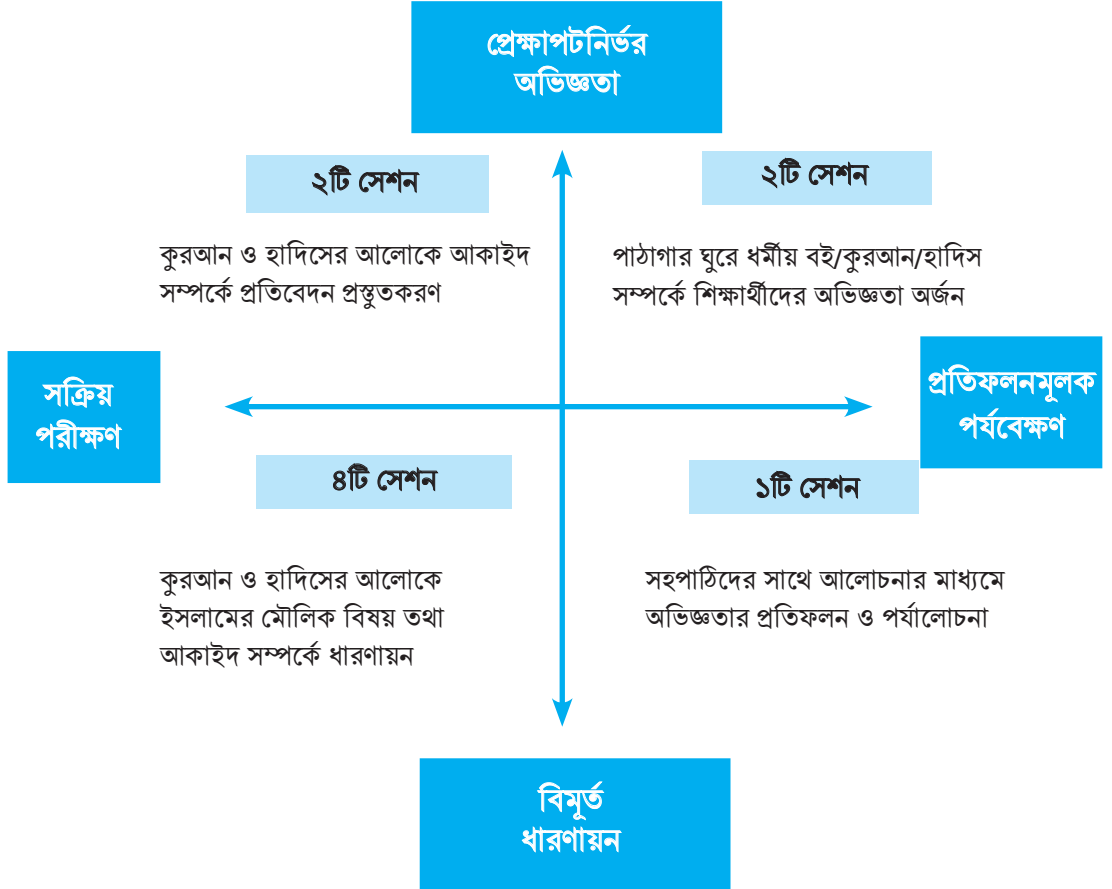
যোগ্যতা



অভিজ্ঞতা



সেশন সংখ্যা



১। পাঠাগার ভ্রমণ/ইসলামি পুস্তকে খুঁজে দেখা

২টি সেশন

সপ্তম শ্রেণির ইসলাম শিক্ষার প্রথম সেশনে শিক্ষার্থীদের এলাকার কোনো একটি পাঠাগার/ইসলামি বই এর দোকান/ইসলামি বই সংরক্ষণশালা/কোন মসজিদ/মাদ্রাসার পাঠাগার এ নিয়ে যান। এই সেশনের মূল উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের কুরআন মাজিদ, হাদিস গ্রন্থসহ বিভিন্ন ইসলামি বই হাতে নিয়ে খুঁজে দেখতে দেওয়া। তাই শিক্ষার্থীদের এমন কোনো স্থানে নিয়ে যাবেন যেখানে সকল শিক্ষার্থী কিছুটা সময় একত্রে দাঁড়িয়ে/বসে থাকতে পরবে এবং যেখানে কুরআন হাদিসসহ বিভিন্ন ইসলামি বই পাওয়া যাবে।

প্রথম সেশনে কেবল শিক্ষার্থীদেরকে নিয়ে গিয়ে বই/গ্রন্থগুলো হাতে নিয়ে খুলে কিছুটা পড়ে দেখতে দিন। পাঠাগার ভ্রমণ করেই এই সেশনটি শেষ হবে।

পরবর্তী সেশনের শুরুতেই শিক্ষার্থীদের কাছে তাদের পূর্ববর্তী সেশনের অভিজ্ঞতা জানতে চান।

একত্রে শিক্ষার্থীদের যে যে প্রশ্নগুলো করতে পারেন সেগুলো হলো –

- পাঠাগার ভ্রমণ করে তোমাদের কেমন লাগল?
- সেখানে তোমরা কি কি বই দেখেছ?
- কোনো বই খুলে পড়েছ কি? পড়ে থাকলে কোন বইটি?
- তোমাদের বাড়িতে এ ধরনের কোনো বই আছে? এর আগে কি এই বইগুলো তোমরা কখনো দেখেছ?

শিক্ষার্থীদের এই প্রশ্নগুলোর উত্তর শুনতে শুনতেই শিক্ষার্থীদের কুরআন এবং হাদিস সম্পর্কে ধারণা প্রদান করুন। শিক্ষার্থীদের স্পষ্ট ধারণা প্রদানের জন্য সপ্তম শ্রেণির ইসলাম শিক্ষা পাঠ্যবই এর তৃতীয় অধ্যায়টি ভালোভাবে দেখুন। প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদেরকেও সেটি পড়ে দেখতে বলুন।

এই সেশনের মূল উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের ইসলামি মৌলিক জ্ঞানের উৎসের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। তাই কুরআন ও হাদিসের প্রাথমিক ধারণা প্রদান করেই এই সেশনটি শেষ করুন।

২। সহপাঠীদের সাথে আলোচনা

১টি সেশন

কুরআন, হাদিস এবং ইসলামি বই সম্পর্কে ধারণা গঠনের পর শিক্ষার্থীরা তাদের ধারণা সহপাঠি বন্ধুদের সাথে আলোচনা করে ধারণার প্রতিফলন ঘটানোর চেষ্টা করবে। এই সেশনগুলোতে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করার জন্য প্রথমেই শিক্ষার্থীদের একটি শ্রেণির কাজ দিন। পাঠাগার ভ্রমণের ফলে শিক্ষার্থীরা ইসলাম সম্পর্কে নতুন যা যা জেনেছে সেগুলো তাদেরকে খাতায় লিখে ফেলতে বলুন। খাতায় লেখা হয়ে গেলে জোড়ায় জোড়ায় বা দলে দলে তাদেরকে তারা যা যা জেনেছে সেগুলো আলোচনা করতে দিন।

দলগত ভাবে/জোড়ায় আলোচনা শেষে শিক্ষার্থীরা যা যা আলোচনা করেছে তা সকলের সামনে উপস্থাপন করতে বলুন। এই উপস্থাপনার কাজটি হতে পারে এই অংশের দ্বিতীয় সেশনে। অর্থাৎ প্রথম সেশনে শিক্ষার্থীরা কেবল দলগত/জোড়ায় আলোচনা করবে এবং দ্বিতীয় সেশনে গিয়ে সেটি উপস্থাপন করবে।

শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনায় আকাইদের বিষয়বস্তু সম্পর্কে যা যা আসবে তা নোট করে রাখুন। পাঠ্যবই থেকে আলোচনার সময় এই নোটগুলো আপনার প্রয়োজন হবে। এই নোটগুলোর উপর ভিত্তি করেই আপনি আকাইদের পাঠগুলো পরিচালনা করবেন।

৩। আকাইদ সম্পর্কে ধারণায়ন

৪টি সেশন

শিক্ষার্থীদের জ্ঞান এবং উপস্থাপনার উপর ভিত্তি করে কুরআন ও হাদিসের আলোকে এবার আপনি পাঠ্যবই থেকে আকাইদের আলোচনা শুরু করবেন। আলোচনার শুরুতেই পূর্বজ্ঞান হিসেবে ষষ্ঠ শ্রেণির আকাইদ অধ্যায়ের পাঠের কথা শিক্ষার্থীদের মনে করিয়ে দিবেন। এই অংশের জন্য বরাদ্দকৃত সেশন সংখ্যা ৮টি। ৮টি সেশনে সপ্তম শ্রেণির আকাইদ অর্থাৎ অধ্যায় ১ এর পাঠ সমাপ্ত করতে হবে।

সেশনগুলোকে এভাবে ভাগ করতে পারেন –

- আকাইদের প্রাথমিক আলোচনা এবং আল্লাহর প্রতি ইমান – ১টি সেশন
- আল্লাহর গুণাবলি (আসমাউল হুসনা থেকে) – ১টি সেশন
- মালাইকা বা ফেরেশতাদের প্রতি ইমান – ১টি সেশন
- আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি ইমান – ১টি সেশন

তবে এটি কেবল একটি নমুনা। আপনাকে এভাবেই সেশনগুলো ভাগ করতে হবে এমন নয়। সেশনগুলোকে আপনি নিজের সুবিধামতও ভাগ করে নিতে পারেন।

প্রতিদিন পাঠের শেষে শিক্ষার্থীদেরকে ছোট ছোট কিছু প্রশ্ন করে তাদের পাঠের বোধগম্যতা যাচাই করতে পারেন। প্রশ্নগুলো কেবল মুখস্থবিদ্যা যাচাই না করে যেন শিক্ষার্থীদের উচ্চতর শিখন যোগ্যতা যাচাই করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আপনার সুবিধার্থে আকাইদের পাঠগুলোর জন্য কিছু নমুনা প্রশ্ন দিয়ে দেওয়া হলো। আপনি চাইলে সেগুলো ব্যবহার করতে পারেন। অথবা এই প্রশ্নগুলোর আদলে নিজে প্রশ্ন বানিয়ে নিতে পারেন।

নমুনা প্রশ্ন:

১. ইমান আনা বলতে কি বুঝানো হয়?
২. আল্লাহর প্রতি ইমান আনা কেন গুরুত্বপূর্ণ?
৩. আল্লাহর কয়েকটি গুণাবলি ব্যাখ্যা কর।
৪. আল্লাহর গুণাবলির উপর বিশ্বাস স্থাপনের গুরুত্ব কী?
৫. ফেরেশতাগণ এর পরিচয় দাও।
৬. ফেরেশতাগণের প্রতি কেন ইমান আনা প্রয়োজন?
৭. আল্লাহর কিতাব বলতে কি বুঝানো হয়?
৮. আল্লাহর কিতাবসমূহের মূল প্রতিপাদ্য কী?
৯. কিতাবসমূহের প্রতি কেন বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে/ মান আনতে হবে?

লক্ষ করুন: পাঠ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে বক্তৃতা পদ্ধতি ব্যবহার না করে অন্যান্য বিভিন্ন অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করার ব্যাপারে গুরুত্ব দিন। এক্ষেত্রে কয়েকটি পদ্ধতি হতে পারে –

১. দলগত আলোচনা/বিতর্ক/প্যানেল আলোচনা
২. তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করে উপস্থাপনা/পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা
৩. আলেমগণের সাক্ষাৎকার/ভিডিও বার্তা/খুতবা শোনানো

৪. ভিডিওচিত্র / ডকুমেন্টারি ইত্যাদি প্রদর্শনী

৫. বিশিষ্ট কোন ব্যক্তিত্ব / ইসলামিক স্কলারকে বিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ জানিয়ে তার সাথে শিক্ষার্থীদের কথা বলার সুযোগ করে দেওয়া ইত্যাদি।

৬. চার্ট, মডেল, পোস্টার প্রদর্শন

সপ্তম শ্রেণির সকল যোগ্যতার সকল অভিজ্ঞতার বিমূর্ত ধারণায়ন অংশের ক্ষেত্রেই আপনি এমন ভিন্ন ভিন্ন এবং অভিনব শিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করতে পারেন।

৪। কুরআন-হাদিস অনুসারে আকাইদ সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রস্তুত

২টি সেশন

শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবই অনুসারে আকাইদ সম্পর্কে যা কিছু জেনেছে (আল্লাহর একত্ব বিশ্বাস, আল্লাহর গুণাবলি, ফেরেশতাগণে বিশ্বাস, আসমানি কিতাবসমূহে বিশ্বাস) সেগুলো কুরআন এবং হাদিসের কোথায় কিভাবে উল্লেখ করা হয়েছে তা শিক্ষার্থীরা খুঁজে বের করবে। এক্ষেত্রে প্রথম সেশনটিতে আপনি শিক্ষার্থীদেরকে কাজটি বুঝিয়ে দিবেন। সেই সাথে পাঠ্যবই এর আকাইদ অংশে উল্লেখিত কোনো একটি আয়াত কুরআন এ কোথায় আছে তা শ্রেণিকক্ষে একটি কুরআন মাজিদ নিয়ে এসে দেখিয়ে দিবেন। এক্ষেত্রে আপনি পাঠ্যবই থেকে নিজের পছন্দমত একটি আয়াত নির্বাচন করতে পারেন। আয়াতটি কুরআনে কোন সূরায় কত নম্বর আয়াত হিসেবে কিভাবে আছে প্রয়োজনে তাও শিক্ষার্থীদের ব্যাখ্যা করে দিতে পারেন।

দ্বিতীয় সেশনটি হবে বাড়ির কাজের সেশন। এই সেশনে শিক্ষার্থীরা বাড়িতে বড় কারও সহযোগিতায়/বাড়ির পাশের মসজিদ/মাদ্রাসায় গিয়ে সেখান থেকে কারও সহায়তা নিয়ে/পরিচিতিজনদের মধ্য থেকে কারও সহায়তা নিয়ে/বাংলা অনুবাদসহ কুরআন নিয়ে সেটি থেকে নিজে খুঁজে বের করে কাজটি করবে। অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা আকাইদ সম্পর্কিত যা যা পাঠ্যবইতে রয়েছে সেগুলো কুরআন এর কোথায় কোথায় বলা রয়েছে তা বের করে সেগুলো একটি প্রতিবেদন আকারে লিখে নিয়ে আসবে।

তৃতীয় সেশনে শিক্ষার্থীরা তাদের প্রতিবেদন উপস্থাপন করবে এবং আপনি সেগুলো দেখে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

যোগ্যতা



অভিজ্ঞতা



সেশন সংখ্যা



১। সালাতের ধারণাশায়ন

১টি সেশন

সপ্তম শ্রেণির ইসলাম শিক্ষা বিষয়ের দ্বিতীয় যোগ্যতাটি হলো ‘ইসলামের মৌলিক উৎস থেকে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুসরণ করে ইসলামি বিধি-বিধান চর্চা করতে পারা।’ তাই এই প্রথম অভিজ্ঞতাটির ক্ষেত্রে ইসলামের মৌলিক উৎস অর্থাৎ কুরআন এবং হাদিস সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের কিছুটা ধারণা প্রদান করতে হবে। ধারণা প্রদানের জন্য সপ্তম শ্রেণির ইসলাম শিক্ষা পাঠ্যবই এর তৃতীয় অধ্যায় থেকে সহায়তা নিতে হবে।

লক্ষ করুন: কুরআন ও হাদিস এর বর্ণনা পাঠ্যবই এর তৃতীয় অধ্যায়ে থাকলেও যোগ্যতার সাথে মিলিয়ে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনচক্র পরিচালনার জন্য দ্বিতীয় অধ্যায়ের সালাত সম্পর্কিত পাঠের সময়ই তৃতীয় অধ্যায়ের পাঠ উপস্থাপন করতে হবে। শিক্ষার্থীদের এই বিষয়টি বুঝিয়ে দিবেন এবং সেভাবেই পাঠ উপস্থাপন করবেন।

শিক্ষার্থীরা ষষ্ঠ শ্রেণিতে সালাত সম্পর্কে ধারণা অর্জন করে এসেছে। তাই এই সেশনের শুরুতেই তাদের কাছে জানতে চান তারা সালাত সম্পর্কে কি কি জানে।

এক্ষেত্রে তাদেরকে এই প্রশ্নগুলো করতে পারেন—

১. সালাত কাকে বলে?
২. সালাত কেন আদায় করতে হয়?
৩. সালাত আদায় করলে আমরা কি কি সুফল পাই?

শিক্ষার্থীরা ব্রেইন স্টর্মিং করে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিবে এবং সালাত এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে চিন্তা করবে। শিক্ষার্থীদেরকে চিন্তা করার জন্য ৫/১০ মিনিট সময় দিন এবং তারপর উপরের প্রশ্নগুলোর উত্তর জিজ্ঞেস করুন। শিক্ষার্থীদের উত্তরের উপর ভিত্তি করে কুরআন এবং হাদিসের আলোকে সালাত আদায়ের গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা স্পষ্ট করুন।

২। খারণার প্রতিফলন

১টি সেশন

সালাত সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান অনুসারে যে খারণা ছিল এবং গত সেশনে আপনি তাদের আরো যে খারণা প্রদান করলেন তার প্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করে দিয়ে আলোচনা করতে বলুন।

আলোচনার বিষয় –

আমরা কেন ইসলামের বিধি-বিধান চর্চা করব?

আলোচনার আগে শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিন যে ইসলামের বিধি-বিধানের মধ্যে একটি হলো সালাত আদায়। এছাড়া যে আরো নানা ভাবে ইসলামের বিধি-বিধান চর্চা করা যায় তাও শিক্ষার্থীদের জানিয়ে দিন। ষষ্ঠ শ্রেণিতে শিক্ষার্থীরা ইবাদাত সম্পর্কে কি কি জেনে এসেছে সেগুলো তাদেরকে মনে করতে বলুন।

শিক্ষার্থীদের আলোচনা শেষে তাদেরকে দলগতভাবে তা উপস্থাপন করতে বলুন। এক দলের উপস্থাপনা যেন অন্যদল ভালোভাবে শুনে তার প্রতি দৃষ্টি রাখুন।

৩। সালাত এবং কুরআন-হাদিস সম্পর্কিত জ্ঞানার্জন

৫টি সেশন

সালাত সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান অনুসারে যে খারণা ছিল এবং গত সেশনে আপনি তাদের আরো যে খারণা প্রদান করলেন তার আলোকে এবার পাঠ্যবই থেকে সালাতের পাঠ উপস্থাপন করুন। একই সাথে তৃতীয় অধ্যায় (কুরআন ও হাদিস শিক্ষা) থেকে সূরা ও হাদিসের পাঠ উপস্থাপন করুন।

এক্ষেত্রে সেশনগুলোকে আপনি এভাবে ভাগ করে নিতে পারেন—

- সালাতের তাৎপর্য, উপকারিতা, মাহাত্ম্য ও ফজিলত, সালাত আদায়ে একনিষ্ঠতা ও একাগ্রতা এবং আদর্শ জীবন গঠনে সালাতের ভূমিকা — ২টি সেশন
- কুরআন, তাজবিদ, মাদ্দ, ওয়াকফ — ১টি সেশন
- সূরা এবং হাদিস — ২টি সেশন

দ্রষ্টব্য ১: সালাতের নিয়ম/পদ্ধতি এবং শিক্ষার্থীদের জন্য সালাত আদায় কেন গুরুত্বপূর্ণ তা তাদের সঠিকভাবে জানানোর উপর গুরুত্ব দিয়ে পাঠ উপস্থাপন করতে হবে।

দ্রষ্টব্য ২: তাজবিদ, মাদ্দ ও ওয়াকফ এর সেশনটি হবে একটি ব্যবহারিক সেশন। অর্থাৎ সেখানে আপনি শিক্ষার্থীদের কিভাবে সঠিক নিয়ম মেনে কুরআন তিলাওয়াত করতে হবে তা দেখিয়ে দিবেন এবং শিক্ষার্থীদের দিয়ে অনুশীলন করাবেন। প্রয়োজনে তাজবিদসহ কুরআন তিলাওয়াতের অডিও শোনানো যেতে পারে।

দ্রষ্টব্য ৩: সূরার মূল শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে পাঠ উপস্থাপন করতে হবে।

দ্রষ্টব্য ৪: মুনাযাতমূলক হাদিসের শিক্ষা কিভাবে শিক্ষার্থীরা নিজেদের জীবনে কাজে লাগাতে পারে তার উপর গুরুত্ব দিয়ে পাঠ উপস্থাপন করতে হবে।

দ্রষ্টব্য ৫: সেশন সংখ্যা কম হওয়ার কারণে জ্ঞানমূলক অংশে পাঠ শিক্ষার্থীদের বাড়ির কাজ হিসেবে শিখে আসতে বলা যেতে পারে এবং পরবর্তী সেশনে শিক্ষার্থীরা কতটা শিখে এসেছে তা যাচাই করা যেতে পারে।

৪। ডেমোনস্ট্রেশন/প্রদর্শন

২টি সেশন

এই অংশের প্রথম সেশনে শিক্ষার্থীরা প্রস্তুতি নিবে যে তারা কি কি এবং কিভাবে ডেমোনস্ট্রেট করতে চায়। এ বিষয়ে আপনি শিক্ষার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করে সহায়তা করবেন।

যে শিক্ষার্থীদের আরবি উচ্চারণ তুলনামূলকভাবে ভালো তাদেরকে সঠিক নিয়মে সূরা তিলাওয়াত ডেমোনস্ট্রেট করার পরামর্শ দিন। কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সালাত আদায়ের নিয়ম ডেমোনস্ট্রেট করতে নির্দেশনা দিন। এভাবে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীকেই কিছু না কিছু ডেমোনস্ট্রেট করার প্রস্তুতি নিতে বলুন।

পরের সেশনে শিক্ষার্থীরা প্রস্তুতি নিয়ে এসে আপনার সামনে ডেমোনস্ট্রেশন করবে। শিক্ষার্থীদের ডেমোনস্ট্রেশন দেখে তাদেরকে উৎসাহিত করতে প্রশংসা করুন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করুন।

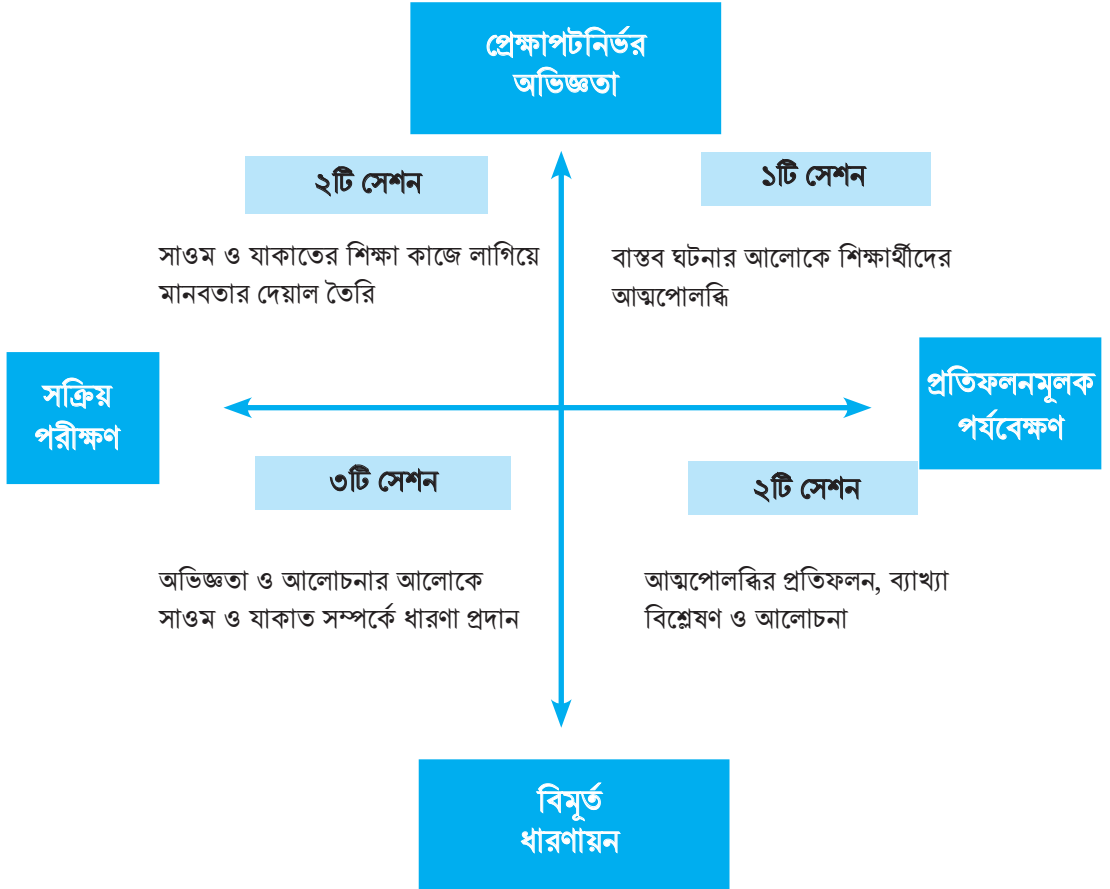
যোগ্যতা



অভিজ্ঞতা



সেশন সংখ্যা



১। গল্পে গল্পে শেখা

১টি সেশন

সেশনের শুরুতেই শিক্ষার্থীদের একটি গল্প বলবেন। গল্পটি হতে পারে এমন–

আমি আজ সকালে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম রাস্তার পাশে একজন লোক পড়ে আছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছিল তিনি অসুস্থ। রাস্তা দিয়ে অনেক মানুষ হেঁটে যাচ্ছিল কিন্তু কেউ তাঁর দিকে নজর দিচ্ছিল না। আমি ঐ লোকটির কাছে যেতে চাইলাম। কিন্তু আমি যাবার আগেই অন্য একজন এসে তাঁকে পানি খাওয়ালেন এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্য নিয়ে গেলেন।

এতটুকু গল্প বলে শিক্ষার্থীদেরকে প্রশ্ন করবেন–

আমার জায়গায় তোমরা থাকলে কি করত?

লক্ষ করুন: মূল বক্তব্য (কোনো মানুষ বা অন্য কোন প্রাণি কষ্ট পাচ্ছে/ক্ষুধার্ত আছে/অভাবে আছে) ঠিক রেখে আপনি নিজের মত করে অভিজ্ঞতা থেকে যেকোনো গল্প বলতে পারেন।

প্রশ্নটি করে শিক্ষার্থীদের চিন্তা করার সুযোগ দিবেন এবং কিছু সময় চিন্তা করার পর শিক্ষার্থীদেরকে দলে ভাগ করে দিয়ে আলোচনা করতে বলবেন যে তারা কেউ এ পরিস্থিতিতে থাকলে কি করত। দলে যে যা বলেছে তা একজন দলনেতা নির্বাচন করে তাকে খাতায় লিখতে বলবেন। চিন্তা করার এবং দলগত আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীদের ৫ মিনিট সময় নির্ধারণ করে দিবেন।

শিক্ষার্থীদের দলগত কাজের মধ্যে দিয়ে এই সেশনটি শেষ হবে। সেশন শেষ করার পূর্বে শিক্ষার্থীদের জানিয়ে দিতে হবে যে পরবর্তী সেশনে তারা দলগত কাজের উপস্থাপনা করবে।

২। আলোচনা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

২টি সেশন

পূর্বের সেশনে শিক্ষার্থীরা দলগত ভাবে যা যা লিখেছে তা এই সেশনের শুরুতেই শিক্ষার্থীরা উপস্থাপন করবে। শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা মনোযোগ দিয়ে শুনুন এবং প্রয়োজনীয় নোট নিন। শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা শেষে শিক্ষার্থীরা যা যা করতে চায় তার কোনোটি কি ইবাদাতের মধ্যে পড়ে কিনা তা চিন্তা করতে বলুন। চিন্তা করার পর শিক্ষার্থীদের আরেকবার দলে বসে তাদের যে কাজগুলোকে তাদের কাছে ইবাদাত বলে মনে হয় তা চিহ্নিত করতে বলুন। প্রতিটি দলের জন্য একটি করে পোস্টার কাগজ সরবরাহ করুন। শিক্ষার্থীরা তাদের কোন কাজগুলোকে ইবাদাত মনে করছে তা তারা সেই পোস্টার কাগজে লিখে শ্রেণিকক্ষের দেয়ালে ঝুলিয়ে প্রদর্শন করবে।

শিক্ষার্থীদের পোস্টার মনোযোগ দিয়ে দেখুন, প্রয়োজনে প্রশ্ন করুন এবং তাদের চিন্তা সঠিক পথে রয়েছে কিনা তা তাদের জানিয়ে দিন। শিক্ষার্থীদের কেউ যদি অসুস্থ ব্যক্তিকে পানি খাওয়াতে চায়, খাবার খাওয়াতে চায়, বাড়িতে নিয়ে যন্ত্র করতে চায় বা এমন কিছু করতে চায় যা ইবাদাত হিসেবে গণ্য হতে পারে তাহলে সেটি শিক্ষার্থীদের জানান এবং ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিন।

দ্রষ্টব্য ১: মনে রাখবেন, শিক্ষার্থীরা আপনার গল্পে বলা প্রাণি/মানুষটিকে যেকোনো ভাবে সহায়তা করতে চাইলে সেটি ইবাদাতে মালি বা আর্থিক ইবাদাতের সাথে সম্পর্কিত হবে। তাই সেভাবেই শিক্ষার্থীদের ফলাবর্তন (ফিডব্যাক) প্রদান করুন।

দ্রষ্টব্য ২: এই অংশের কাজের জন্য দুটি সেশন নির্ধারণ করা হয়েছে। আপনি নিজের সুবিধামত সেশন দুটি ভাগ করতে পারেন। এক্ষেত্রে সেশন ভাগের একটি সহজ উপায় হলো শিক্ষার্থীদের পোস্টার তৈরি পর্যন্ত একটি সেশন রাখা এবং পোস্টার প্রদর্শন থেকে শুরু করে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পর্যন্ত পরের সেশন রাখা।

৩। সাওম ও যাকাত সম্পর্কে জানা

৩টি সেশন

গল্পের ইবাদাতের ধারণা থেকে সাওম বা রোজার ধারণা অবতারণা করুন এবং সাওম বা রোজা সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা কতটা জানে তা জানার চেষ্টা করুন।

এক্ষেত্রে যে প্রশ্নগুলো করতে পারেন সেগুলো হলো-

- সাওম কী তা কি তোমরা জানো?
- তোমরা কেউ কি কখনো সাওম পালন করেছ?
- সাওম কখন পালন করতে হয় তা কি তোমরা জানো?
- সাওমের উপকারিতা কী তা তোমরা কেউ বলতে পারবে?

শিক্ষার্থীদের উত্তর থেকে তাদের সাওম সম্পর্কে বোধগম্যতা বুঝে সেই অনুসারে পাঠ উপস্থাপন করুন। সাওম সম্পর্কিত পাঠের ক্ষেত্রে সাওমের শিক্ষা ও তাৎপর্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে আলোচনা করুন।

সাওম সম্পর্কিত আলোচনার জন্য মোট ৪টা সেশন বরাদ্দ করুন। সাওম সম্পর্কিত সেশন গুলোর মূল বক্তব্য হবে শিক্ষার্থীদের সাওমের মূল শিক্ষা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা প্রদান করা এবং শিক্ষার্থীদের জীবনে সাওমের শিক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে তাদের অনুপ্রাণিত করা।

পাঠ্যবই এ শিক্ষার্থীদের জন্য সাওম সম্পর্কিত তিনটি দলগত কাজের উল্লেখ রয়েছে। সাওমের তৃতীয় ও চতুর্থ সেশনে শিক্ষার্থীদেরকে এই দলগত কাজগুলো করতে দিন।

তৃতীয় সেশনে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দুটি দল গঠন করে দিন। একটি দলকে সাওমের কাযা ও কাফফারার কারণসমূহ পোস্টারে লিখতে বলুন। অন্য দলটিকে সাওমের কাফফারা আদায়ের পদ্ধতি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে বুঝে নিয়ে আরেকটি পোস্টারে লিখতে বলুন।

চতুর্থ সেশনে শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করে দিয়ে সাদকাতুল ফিতর আদায়ের গুরুত্ব আলোচনা করতে বলুন এবং দলের একজনকে তা খাতায় লিখে ফেলতে বলুন। পরবর্তীতে সব দলের লেখা একত্রিত করে তার মূল বক্তব্য উপস্থাপন করতে বলুন।

সাওম সম্পর্কিত পাঠসমূহের শেষে শিক্ষার্থীদের বোধগম্যতা যাচাই এর জন্য যে যে প্রশ্নগুলো করতে পারেন তার একটি নমুনা তালিকা এখানে দেওয়া হলো। আপনি চাইলে এই প্রশ্নগুলো ব্যবহার করতে পারেন অথবা নিজের মত করে বানিয়ে প্রশ্ন করতে পারেন।

সাওম সম্পর্কিত নমুনা প্রশ্ন:

১. সাওম বলতে কী বোঝানো হয়?
২. সাওম কিভাবে পালন করতে হয়?
৩. সাওম পালনের কি কি সুফল রয়েছে?
৪. সাওম পালনের ফলে ব্যক্তি জীবনে কি কি উন্নয়ন সাধন হয় বলে তুমি মনে কর?
৫. মানবীয় গুণাবলি অর্জনে সাওমের গুরুত্ব কী?
৬. সাদকাতুল ফিতর আদায় করা কেন গুরুত্বপূর্ণ? সাদকাতুল ফিতর আদায়ে মানব সমাজের কী উন্নয়ন হয়?

সাওমের আলোচনার পর শিক্ষার্থীদের সামনে যাকাতের ধারণা উপস্থাপন করুন। সাওমের মত একইভাবে যাকাত সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা অবগত কিনা তা জানতে তাদের বিভিন্ন প্রশ্ন করুন।

প্রশ্নগুলো হতে পারে এমন-

- যাকাত কী?
- তুমি বা তোমার পরিবারের কেউ কি যাকাত আদায় করে?
- যাকাত সম্পর্কে তুমি কী জানো- তা সংক্ষেপে সবাইকে জানাও।

সাওমের মত একইভাবে ইবাদাতের ধারণার সাথে সম্পৃক্ত করে শিক্ষার্থীদের যাকাতের ধারণা প্রদান করুন।

যাকাত সম্পর্কিত আলোচনার জন্য ৩টি সেশন বরাদ্দ রাখুন। এক্ষেত্রে যাকাত কী, কাদের জন্য ফরয, কীভাবে আদায় করতে হয় ইত্যাদিসহ যাকাত আদায়ের সামাজিক ও নৈতিক তাৎপর্য অধিক গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করুন। যাকাতের মূল শিক্ষা যে সকলকে সমান ভাবে দেখা এবং সমাজে উঁচু-নিচু ভেদাভেদ ভুলে সকলের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করা তা শিক্ষার্থীদের গুরুত্বের সাথে বুঝিয়ে বলুন।

যাকাত সম্পর্কিত পাঠসমূহের শেষে শিক্ষার্থীদের বোধগম্যতা যাচাই এর জন্য যে যে প্রশ্নগুলো করতে পারেন তার একটি নমুনা তালিকা এখানে দেওয়া হলো। আপনি চাইলে এই প্রশ্নগুলো ব্যবহার করতে পারেন অথবা নিজের মত করে বানিয়ে প্রশ্ন করতে পারেন।

যাকাত সম্পর্কিত নমুনা প্রশ্ন:

১. যাকাত কাদের জন্য আদায় করা ফরয?
২. কেন যাকাত আদায় করা উচিত?
৩. সঠিকভাবে যাকাত আদায়ের ফলে সমাজের কী উন্নয়ন হয়?
৪. যাকাত আদায়ের ফলে অর্থনৈতিক কী উন্নয়ন ঘটে?
৫. যাকাত আদায় না করলে কি কি ক্ষতি হতে পারে?

লক্ষ করুন: সাওম ও যাকাতের পাঠ থেকে শিক্ষার্থীদের যে যোগ্যতাটি অর্জন করার কথা সেটি অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের সাওম ও যাকাতের নিয়ম এর চাইতে বেশি জানা প্রয়োজন সাওম ও যাকাতের নৈতিক, মানবিক ও সামাজিক গুরুত্ব। তাই পাঠদানের ক্ষেত্রে প্রতি পাঠেই শিক্ষার্থীদের এই বিষয়টি মনে করিয়ে দিবেন এবং আলোচনায় তুলে আনবেন।

৪। সাওম ও যাকাতের শিক্ষা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ

২টি সেশন

সাওমের একটি উল্লেখযোগ্য শিক্ষা হলো সংযমী হওয়া। সেই শিক্ষা থেকে শিক্ষার্থীরা নিজেরা সংযমী হবে এবং অপচয়রোধে কাজ করবে। আর যাকাতের শিক্ষা হলো সকলকে সমান ভাবে দেখা এবং উঁচুনিচু ভেদাভেদ মুক্ত সমাজ গড়ে তোলা। শিক্ষার্থীরা যে এই শিক্ষাগুলোই এবার বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করবে তা তাদের বুঝিয়ে বলুন এবং তাদের কাজটি ব্যাখ্যা করুন। শিক্ষার্থীদের কাজ হলো মানবতার দেয়াল তৈরি করা।

শিক্ষার্থীরা সম্মিলিতভাবে তাদের বিদ্যালয়ের বাইরে বিদ্যালয় সংলগ্ন কোনো স্থানে একটি দেয়াল বা এলাকাজুড়ে মানবতার দেয়াল তৈরি করবে। এই দেয়ালটিতে/দেয়ালটির সামনে/আশেপাশে শিক্ষার্থীরা তাদের নিজেদের যা কিছু অপ্রয়োজনীয় কিন্তু অন্য কাউকে দিয়ে দিলে তা সে ব্যবহার করতে পারবে এমন সব জিনিস এনে রাখবে। শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি আপনি নিজেও এই কাজে অংশগ্রহণ করুন। বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষকদেরকেও বলুন শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য কিছু জিনিস শিক্ষার্থীদের মানবতার দেয়ালে দান করতে।

এই অংশের প্রথম সেশনে শিক্ষার্থীরা মানবতার দেয়ালের মূল কাজটি কি তা বুঝবে এবং কোথায় এই দেয়াল তৈরি করবে তা নির্ধারণ করবে।

দ্বিতীয় সেশনে শিক্ষার্থীরা সরেজমিনে স্থানটি পরিদর্শন করবে এবং সেখানে কিভাবে কি লেখা হবে, স্থানটি কিভাবে সাজানো হবে তা নির্ধারণ করবে।

তৃতীয় সেশনে শিক্ষার্থীরা মানবতার দেয়ালটি তৈরি করে সেখানে তাদের অপ্রয়োজনীয় কিন্তু ব্যবহারযোগ্য জিনিসগুলো রাখবে। এসময় বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ থেকে অন্তত ২/৩জন যেন উপস্থিত থাকেন তা আপনি নিশ্চিত করবেন।

লক্ষ করুন: আপনাদের বিদ্যালয়ের আশেপাশে যদি আগে থেকেই কোন মানবতার দেয়াল তৈরি করা থাকে তবে সেক্ষেত্রে এই সেশনগুলো কিছুটা ভিন্ন ভাবে পরিচালনা করতে হবে। সেক্ষেত্রে প্রথম সেশনে আপনি শিক্ষার্থীদেরকে বুঝিয়ে বলবেন কিভাবে মানবতার দেয়ালের ধারণাটি সাওম ও যাকাতের শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত। এরপর সেই একই সেশনে আপনি শিক্ষার্থীদের সরেজমিনে নিয়ে গিয়ে যেখানে মানবতার দেয়ালটি রয়েছে তা দেখিয়ে আনবেন। দ্বিতীয় সেশনে শিক্ষার্থীরা পরিকল্পনা করবে যে এই দেয়ালটিকে আরো কিভাবে উন্নত করা যায় এবং কিভাবে এটি ব্যবহার / প্রচারণা করা হলে আরো বেশি মানুষ এটি থেকে লাভবান হতে পারবে। তৃতীয় সেশনে শিক্ষার্থীরা তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কাজ করবে এবং এর পাশাপাশি মানবতার দেয়ালে নিজেরা কিছু দান করে আসবে।

যোগ্যতা



অভিজ্ঞতা



সেশন সংখ্যা



১। নৈতিকতা / মানবিকতার গল্প

১টি সেশন

এ সেশনের শুরুতেই শিক্ষার্থীদেরকে একটি কাজ দিন। শিক্ষার্থীদের জানান যে আজকের সেশনে আমরা প্রত্যেকে একটি করে ছোট গল্প লিখব। তারপর শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে তাদের শ্রেণির কাজের খাতায় তাদের নিজেদের জীবনের কোনো একটি ভালো কাজ যেমন সত্যবাদিতা, পরোপকার, সৃষ্টির সেবা ইত্যাদি নিয়ে ১০/১২ লাইনের একটি গল্প লিখতে বলুন। শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকে গল্প লিখছে কিনা তা শ্রেণিকক্ষে ঘুরে ঘুরে দেখুন।

দৃষ্টব্য ১: শ্রেণিকক্ষে কোন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধি শিক্ষার্থী থাকলে তাকে নিজের গল্পটা চিন্তা করে রাখতে বলুন। সবার লেখা শেষে সেই শিক্ষার্থীকে বলুন সবাইকে নিজের গল্পটা বলে শোনাতে।

দৃষ্টব্য ২: শিক্ষার্থীরা যাতে নিজের গল্প লেখার সময় বন্ধুর গল্প দেখে হবহ কপি না করে সেদিকে লক্ষ রাখুন।

২। ধারণার প্রতিফলন ও আলোচনা-পর্যালোচনা

২টি সেশন

শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে তাদের গল্পটি সবার সামনে উপস্থাপন করতে বলুন। উপস্থাপনার সময় অন্যান্য শিক্ষার্থীরা মনোযোগ দিয়ে শুনছে কিনা সেদিকে লক্ষ রাখুন। উপস্থাপনা শেষে শিক্ষার্থীদেরকে দলে ভাগ করে দিন এবং তাদের গল্পগুলোতে কি কি ভালো কাজের কথা বলা আছে তার তালিকা তৈরি করতে বলুন।

এক্ষেত্রে উপস্থাপনার কাজটি প্রথম সেশন এবং উপস্থাপনার পর দলগত কাজটি দ্বিতীয় সেশনে হবে।

দলগতভাবে তালিকা তৈরি হয়ে গেলে শিক্ষার্থীদের তালিকাটি শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করুন এবং সবাইকে ভালো কাজগুলো কি কি হতে পারে তা তালিকাগুলো দেখে বুঝে নিতে বলুন।

৩। কতিপয় আখলাকে হামিদাহ ও আখলাকে যামিমাহ

৭টি সেশন

পূর্ববর্তী সেশনগুলোতে শিক্ষার্থীদের উল্লেখিত ভালো কাজের উদাহরণগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে এবার আপনি আখলাকে হামিদাহ এবং আখলাকে যামিমাহ এর সেশনগুলো পরিচালনা করবেন। আখলাকে হামিদাহগুলোর আলোচনার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করুন তারা এই উত্তম চারিত্রিক গুণাবলি চর্চা করে কিনা এবং চর্চা করলে তার কি কি সুফল তারা পায়। এসকল আলোচনায় শিক্ষার্থীদের সূক্ষ্ম চিন্তনের প্রতিফলনের সুযোগ করে দিন।

আখলাকে হামিদাহ গুলো বর্ণনার পর আখলাকে যামিমার আলোচনায় যাবার আগে শিক্ষার্থীদের ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিন যে এগুলো হলো এমন সব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যা আমরা নিজেদের মাঝে দেখতে চাই না। তাই এই বিষয়গুলো থেকে যেন শিক্ষার্থীরা সচেতনভাবে দূরে থাকে।

এই সেশনগুলোকে আপনি চাইলে এভাবে ভাগ করে নিতে পারেন –

- উত্তম চরিত্র, বিনয় ও নম্রতা - ১টি সেশন
- ক্ষমা, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও শিষ্টাচার - ১টি সেশন
- ওয়াদা পালন এবং আমানত রক্ষা করা - ১টি সেশন
- নিজের কাজ নিজে করা, পরোপকার, সৃষ্টির সেবা - ১টি সেশন
- মানুষকে কষ্ট দেয়া, প্রতারণা এবং অপপ্রচার ও গুজব ছড়ানো - ১টি সেশন
- খাদ্যে ভেজাল মিশানো - ১টি সেশন
- অহংকার, হিংসা, ক্রোধ এবং লোভ - ১টি সেশন

আপনার হিসেব এবং সময় ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে সেশনগুলোকে এভাবে ভাগ করে দেখানো হয়েছে। আপনি চাইলে এভাবে সেশনগুলো পরিচালনা করতে পারেন। অথবা চাইলে নিজের মত করে ভাগ করেও সেশনগুলো পরিচালনা করতে পারেন। তবে সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যবই অনুসারে আখলাকে হামিদাহ ও আখলাকে যামিমাহগুলো আলোচনার জন্য ১৬টি সেশন বরাদ্দ করে দেওয়া হয়েছে। তাই আপনি যেভাবেই সেশনগুলোকে ভাগ করেন না কেন, ১৬টি সেশনের মাঝেই এই পাঠগুলো শেষ করতে হবে।

লক্ষ করুন: সপ্তম শ্রেণির অধ্যায় ৪ অর্থাৎ আখলাকের এই অধ্যায়টি থেকে শিক্ষার্থীরা যে যোগ্যতাটি অর্জন করবে সেটি হলো ইসলামের মৌলিক শিক্ষা ও মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটিয়ে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জন করে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে চর্চা করতে পারা এবং মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখতে পারা। তাই প্রতিটি সেশন শেষে শিক্ষার্থীদেরকে যে প্রশ্নগুলো করবেন সেগুলোর মূল লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থীরা যেন আখলাকে হামিদাহগুলো অর্জনের গুরুত্ব অনুধাবন করে এবং আখলাকে যামিমাহ থেকে দূরে থাকার শিক্ষা পায়।

এক্ষেত্রে প্রতিটি সেশনের পরে শিক্ষার্থীদের বোধগম্যতা মূল্যায়নের জন্য কিছু নমুনা প্রশ্ন হলো –

১. আখলাকে হামিদাহ বলতে কী বোঝায়?
২. আমাদের কেন উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে হবে?
৩. বিনয় ও নম্রতা চর্চা আমাদের জন্য কী সুফল বয়ে আনতে পারে?
৪. কেউ যদি আমাদের সাথে কোন অন্যায় করে তাও কেন আমরা তাকে ক্ষমা করে দিব?
৫. ধৈর্য ধারণ ও সহিষ্ণুতা চর্চার ফলে আমরা কী সুফল ভোগ করতে পারি?
৬. ওয়াদা পালন করা কেন গুরুত্বপূর্ণ?
৭. আমানতের খেয়ানতকারীর পরিণতি কী হবে?
৮. শিষ্টাচার কী এবং কেন মেনে চলা উচিত?
৯. কেন আমাদের নিজের কাজ নিজেকে করতে হবে?
১০. পরোপকার করার সামাজিক সুফল কি?
১১. সৃষ্টির সেবা কেন করতে হবে?
১২. অন্যকে কষ্ট দিলে তার কুফল কি?
১৩. আমরা কেন প্রতারণা করব না?
১৪. গুজবে বিশ্বাস করলে আমাদের কী ক্ষতি হতে পারে?
১৫. ভেজাল মিশ্রিত খাদ্য গ্রহণে আমাদের কি কি ক্ষতি হতে পারে?
১৬. হিংসা ও অহংকার করার ফলে মানুষের নিজের কি কি ক্ষতি হবার সম্ভবনা থাকে?
১৭. আমাদের কেন ক্রোধ এবং লোভ থেকে দূরে থাকা প্রয়োজন?
১৮. লোভ এর ক্ষতিকর দিকগুলো কি কি?

শিক্ষার্থীদের চিন্তন শক্তি উন্নয়ন এবং বোধগম্যতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে যে নমুনা প্রশ্নগুলো দেওয়া হয়েছে সেগুলো যে কেবল শ্রেণির পাঠের শেষে শিক্ষার্থীদেরকে জিজ্ঞেস করতে হবে এমন নয়। আপনি চাইলে পাঠের শুরুতে, পাঠের মাঝে, দলগত কাজ প্রদানের মাধ্যমে, জোড়ায় আলোচনা / প্যানেল আলোচনার ব্যবস্থা করেও এই প্রশ্নগুলো শিক্ষার্থীদের করতে পারেন। শিক্ষার্থীদের উত্তর সঠিক হচ্ছে কিনা তা যাচাই করার চাইতে এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের বোধগম্যতা কতটুকু তা যাচাই করা বেশি প্রয়োজন।

এছাড়াও পাঠ্যবই এর চতুর্থ অধ্যায়ের বিভিন্ন পাঠে শিক্ষার্থীদের জন্য যে কাজগুলোর উল্লেখ রয়েছে সেগুলো প্রতিটি পাঠ পরিচালনার সময় আপনার সময় এবং সুবিধা অনুসারে শিক্ষার্থীদেরকে শ্রেণির কাজ হিসেবে প্রদান করবেন। কোন কাজটি শিক্ষার্থীদের দিয়ে কিভাবে করতে পারেন তা আপনার সুবিধার্থে এখানে ব্যাখ্যা করে দেওয়া হলো।

পরোপকার:

পরোপকার এর পাঠে দলগত কাজ দেয়া আছে ‘শিক্ষার্থীরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে পরোপকারের সুফল আলোচনা করবে।’ পরোপকারে পাঠের জন্য আপনি ১টি সেশন পাচ্ছেন। তাহলে সেই সেশনের শুরুতেই আপনি শিক্ষার্থীদেরকে এই কাজটি দিয়ে দিতে পারেন। শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করে শুরুতেই তাদেরকে প্রশ্ন করুন যে তারা কখনো বাড়িতে, স্কুলে বা অন্য কোথাও কাউকে কোনভাবে সাহায্য সহযোগিতা বা উপকার করেছে কিনা। তাদের উত্তর হ্যাঁ হলে এবার তাদেরকে দলে ভাগ করে দিন এবং তাদেরকে দলগতভাবে আলোচনা করে বের করতে বলুন যে তারা যদি অন্যের উপকার করে তাহলে তারা কি কি সুফল পেতে পারে। শিক্ষার্থীদের দলগত আলোচনা থেকে যে সুফলগুলো উঠে আসবে সেগুলোর সাথে সমন্বয় করে এবার আপনি পাঠ্যবই অনুসারে পরোপকারের পাঠ উপস্থাপন করুন।

অপপ্রচার ও গুজব:

এই পাঠের শেষে শিক্ষার্থীদের জন্য কাজ দেওয়া আছে ‘অপপ্রচার ও গুজব ছড়ানোর পরিণতি জোড়ায় জোড়ায় আলোচনা করো।’ শিক্ষার্থীদেরকে অপপ্রচার এবং গুজব সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে তাদেরকে জোড়ায় আলোচনা করতে দিন। আলোচনা শেষে তারা কি কি পরিণতির কথা আলোচনা করেছে তা শ্রেণিকক্ষের সবাইকে জানাতে বলুন। পরিণতি এবং তার ভয়াবহতা চিন্তা করে শিক্ষার্থীদের এসকল কাজ থেকে বিরত থাকতে বলুন।

“অপপ্রচার ও গুজব ছড়াবো না- গুজবে কান দিব না”- এ বিষয়ে কয়েকটি স্লোগান পোষ্টারে লিখে দেয়ালে লাগিয়ে দিবে।

খাদ্যে ভেজাল মিশানো:

খাদ্যে ভেজাল মেশানোর ক্ষেত্রে পাঠ্যবই এ শিক্ষার্থীদের জন্য যে কাজটির উল্লেখ রয়েছে সেটি হলো ‘ছোট ছোট কিউ কার্ড (মোটা কাগজের কার্ড)- এর মাধ্যমে ভেজাল মেশানোর নেতিবাচক দিক লিখন এবং তা সবাইকে বিতরণ।’ এই কাজটি করার জন্য প্রথমে শিক্ষার্থীদের সাথে খাদ্যে ভেজাল মেশানোর ক্ষতিকর দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করুন। আলোচনা শেষে শিক্ষার্থীদেরকে জোড়ায় ভাগ করে দিয়ে প্রতি জোড়ায় একটি করে কিউ কার্ড প্রদান করুন এবং প্রত্যেক জোড়া শিক্ষার্থীকে একটি করে নেতিবাচক দিক লিখতে বলুন। একই কথা একাধিক দল লিখতে পারে। কিউকার্ড লেখা শেষ হয়ে গেলে শিক্ষার্থীদের কার্ডের তথ্যগুলো প্রদর্শন করার পর কার্ডগুলো সংরক্ষণ করে রাখতে বলুন।

দ্বিতীয় সেশনে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ের আশেপাশে দোকানগুলোতে/রাস্তা দিয়ে যাওয়া মানুষের কাছে / বিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী বা অন্যান্য শ্রেণির শিক্ষার্থীদের কাছে কার্ডগুলো বিতরণ করতে বলুন।

লক্ষ করুন: অপপ্রচার, গুজব, খাদ্যে ভেজাল মিশানো এ বিষয়গুলো আলোচনার ক্ষেত্রে সম্ভব হলে সাম্প্রতিক সময়ের কিছু বাস্তব উদাহরণ উপস্থাপন করুন। প্রয়োজনে কিছু দৈনিক পত্রিকার খবরের কাটিং জোগাড় করুন যোগুলো দেখিয়ে আলোচনা আরো ফলপ্রসূ করতে পারবেন। এ আলোচনাগুলোর ক্ষেত্রে এসব খারাপ কাজের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের নেতিবাচক পরিণতির বিষয়টি আলোচনায় নিয়ে আসুন। সম্ভব হলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্যানেল আলোচনা বা বিতর্কের আয়োজন করুন।

অহংকার:

অহংকার কী সে বিষয়ে শিক্ষার্থীরা অবগত কিনা তা জানতে চেয়ে অহংকারের পাঠের সূচনা করুন। শিক্ষার্থীর অহংকার সম্পর্কে কি জানে তার সাথে মিলিয়ে পাঠ্যবই থেকে পাঠ উপস্থাপন করুন। পাঠ উপস্থাপন শেষে শিক্ষার্থীদেরকে জোড়ায় জোড়ায় ভাগ করে দিন এবং কোন কোন কাজে অহংকার প্রকাশ পায় তার তালিকা তৈরি করতে বলুন। তালিকা তৈরির জন্য ৫ মিনিট সময় নির্ধারণ করে দিন। তালিকা প্রস্তুত হয়ে গেলে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে বলুন তার জোড়ার বন্ধুর সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে যে সে অহংকারমূলক কোন একটি কাজ থেকে দূরে থাকবে।

লক্ষ করুন: শিক্ষার্থীরা কাজটি বুঝতে না পারলে তাদের আপনার নিজের একটি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিন। উদাহরণটি হতে পারে এমন – ‘আমি যদি রাস্তায় কোন গরীব ভিক্ষুককে দেখে তার থেকে নিজেকে অনেক বড় / সম্মানিত মনে করে তার সাথে দুর্ব্যবহার করি, তবে আমার মধ্যে অহংকার আছে। তাই অহংকার থেকে দূরে থাকার জন্য আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে আমি কখনো কারো সাথে দুর্ব্যবহার করবো না।’

হিংসা :

হিংসা কী শিক্ষার্থীদের জানিয়ে হিংসা পরিত্যাগের সুফল উল্লেখ করুন। হিংসা পরিত্যাগের উপায় হিসেবে ভূমিকাভিনয় (রোল প্লে)- এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবেন।

লোভ:

লোভ সম্পর্কে আমরা সবাই কম বেশি জানি। তাই এই পাঠ উপস্থাপনের শুরুতেই শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন তাদের মধ্যে কোনকিছু নিয়ে কোন লোভ আছে কিনা। শিক্ষার্থীদের উত্তর শুনে তার সাথে মিলিয়ে লোভের পাঠ উপস্থাপন করুন। এই পাঠের শেষে শিক্ষার্থীদের জন্য দলগত কাজ দেয়া রয়েছে - ‘লোভের নেতিবাচক দিকসমূহ নিয়ে জোড়ায় কথোপকথন।’ লোভের পাঠ উপস্থাপন শেষে শিক্ষার্থীদের জোড়ায় জোড়ায় এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে বলুন এবং এর ভয়াবহ পরিণামের কথা চিন্তা করে লোভ থেকে শিক্ষার্থীদেরকে বিরত থাকার পরামর্শ দিন।

ক্রোধ :

ক্রোধ সম্পর্কে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পরিস্কার ধারণা প্রদান করবেন। ইসলামের দৃষ্টিতে ক্রোধের অপকারিতা ও উপকারিতা বর্ণনার পর শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করে ক্রোধ দমনের উপায়গুলো পোস্টার পেপারে প্রদর্শন করতে হবে।

৪। নৈতিকতা / মানবিকতা / মূল্যবোধ / আখলাকে হামিদাহ এর চর্চা

২টি সেশন

আখলাকে হামিদাহ ও আখলাকে যামিমাহ এর পাঠ শেষে শিক্ষার্থীদের জন্য কাজ হবে নিজেদের জীবনে আখলাকে হামিদাহ চর্চা করা এবং আখলাকে যামিমাহ থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখা। এই চর্চাটি যাতে শিক্ষার্থীরা আজীবন চালিয়ে যেতে পারে সেটি নিশ্চিত করার জন্য এ দুটি সেশনের প্রথম সেশনে শিক্ষার্থীদেরকে বিভিন্ন পরামর্শ দিন।

সপ্তম শ্রেণিতে শিক্ষার্থীরা যে সকল আখলাকে যামিমাহ সম্পর্কে জেনেছে সেগুলোর ভয়াবহ পরিণতির কথা শিক্ষার্থীদেরকে আরেকবার দলগতভাবে আলোচনা করতে বলুন। প্রত্যেক দলকে একটি ভিন্ন আখলাকে যামিমাহ এর বিষয় নির্ধারণ করে দিন এবং সেই কাজটি করার কুফলগুলোর একটি তালিকা তৈরি করতে বলুন। তালিকা তৈরি হয়ে গেলে সেগুলো শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করুন। প্রদর্শনীর মাধ্যমে প্রথম সেশনটি শেষ করুন।

শিক্ষার্থীদেরকে বলুন সপ্তম শ্রেণির আর যতটুকু সময় বাকি রয়েছে সেই সময়টুকুতে বন্ধুদের সাথে বিনয়, নম্রতা, ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতা চর্চা করতে। শিক্ষার্থীদের জানিয়ে দিন যে তাদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি শিক্ষার্থীরা কে কতটুকু পালন করেছে তা দেখা হবে এবং সেই অনুসারে তাদের মূল্যায়ন করা হবে।

একই সাথে শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ ঘুরে দেখুন এবং বিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী-শিক্ষকদের কার কোন কাজে সহযোগিতা লাগবে তা জিজ্ঞেস করে তাদের সাহায্য করতে বলুন। এই কাজটি করার জন্য শিক্ষার্থীদেরকে কয়েকটি দলে ভাগ করে দিন। প্রত্যেক দলকে এক একটি কাজ নির্ধারণ করে দিন। যেমন- বিদ্যালয়ে যদি একজন মালি থাকেন তবে একদল শিক্ষার্থীকে বলুন সেশনের এই সময়টুকুতে তাকে বিদ্যালয়ের বাগান পরিষ্কারে সহায়তা করতে। কোনো দলকে বলুন, বিদ্যালয়ের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজে যিনি নিয়োজিত আছেন তাকে সাহায্য করতে। আবার কোনো দলকে বলুন, কোন শিক্ষকের কোন কাজে সাহায্যের প্রয়োজন তাকে সেই কাজে সাহায্য করতে।

কাজ বুঝিয়ে দেওয়ার পর সেশনের বাকিটা সময় শিক্ষার্থীরা ঘুরে ঘুরে বিদ্যালয়ে যার যে কাজে সাহায্য প্রয়োজন তাকে সেই কাজে সাহায্য করবে।

যোগ্যতা



অভিজ্ঞতা



সেশন সংখ্যা



১। আমার দেখা আদর্শ চরিত্রের মানুষ

২টি সেশন

সেশনের শুরুতে শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চান যে তাদের জীবনে তাদের দেখা সবচেয়ে ভালো মানুষ কে? শিক্ষার্থীদেরকে চিন্তা করতে ৫ মিনিট সময় দিন। সময় শেষ হলে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তার দেখা সবচেয়ে ভালো মানুষটির নাম / পরিচয় জিজ্ঞেস করুন।

লক্ষ করুন: শিক্ষার্থীদের বয়স এবং জ্ঞানের আলোকে অনেক শিক্ষার্থীই হয়তো তাদের বাবা-মা, পরিচিত কোনো আত্মীয়, তাদের জানা বিশিষ্ট কোনো ব্যক্তিত্ব, তার কোনো শিক্ষক এমন মানুষদের নাম বলবে। শিক্ষার্থীদের উত্তরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করুন। তারা যাদের কথা বলছে তাদের কাউকে অসম্মান করবেন না। ‘উনি তো ভালো মানুষ না’ বা ‘ উনার চেয়ে বেশি ভালো কারও কথা তোমার মনে আসছে না?’ শিক্ষার্থীদেরকে এমন কথা বলা থেকে বিরত থাকুন।

শিক্ষার্থীদের প্রত্যেকের উত্তর শোনা হয়ে গেলে এবার শিক্ষার্থীদেরকে তাদের শ্রেণির কাজের খাতায় সেই মানুষটি সম্পর্কে লিখে ফেলতে বলুন। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদেরকে কয়েকটি প্রশ্ন করে সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখতে বলুন।

প্রশ্নগুলো হতে পারে এমন-

- তোমার দেখা সবচেয়ে ভালো মানুষটি কে?
- তাকে তোমার কাছে কেন সবচেয়ে ভালো মানুষ মনে হয়?
- তিনি কি কি কাজ করেন যগুলোকে তোমার ভালো কাজ বলে মনে হয়?

শিক্ষার্থীদের দেখা সবচেয়ে ভালো মানুষ সম্পর্কে লেখার মাধ্যমে প্রথম সেশনটি শেষ করুন।

দ্বিতীয় সেশনে শিক্ষার্থীদের লেখা সবার সামনে উপস্থাপন করতে বলুন। একজন শিক্ষার্থীর উপস্থাপনার সময় অন্যান্য শিক্ষার্থীরা তা মনোযোগ দিয়ে শুনছে কিনা তা লক্ষ্য করুন।

লক্ষ করুন: শ্রেণিতে কোনো দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী থাকলে অন্য কোনো শিক্ষার্থীকে বলুন সেই শিক্ষার্থীকে সহায়তা করতে।

২। আদর্শ চারিত্রিক গুণাবলি আলোচনা

২টি সেশন

শিক্ষার্থীদেরকে দলে ভাগ করে দিন। শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকে যার কথা লিখেছে তার কোন কোন কাজগুলোর জন্য তাকে সবচেয়ে ভালো মানুষ মনে করে সেগুলো আলাদা করে শিক্ষার্থীদের দলগতভাবে লিখে ফেলতে বলুন। অর্থাৎ দলের প্রত্যেক সদস্য যে যা গুণ বা ভালো কাজের কথা লিখেছে, সেগুলো একত্রিত করে দলগত একটি তালিকা তৈরি করতে বলুন।

শিক্ষার্থীদের তালিকা তৈরি করা হয়ে গেলে সকল দলের তালিকা একত্রিত করে একটি বড় তালিকা তৈরি করতে দিন। বড় তালিকা তৈরির এই কাজটি এই অংশের দ্বিতীয় সেশনে রাখুন। শিক্ষার্থীদের বড় তালিকাটি সুন্দর করে লেখার জন্য শিক্ষার্থীদের পোস্টার কাগজ সরবরাহ করুন। শিক্ষার্থীরা তাদের তালিকা পোস্টার কাগজে লিখে শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শন করবে।

লক্ষ করুন: এই তালিকার সাথে মিলিয়ে আপনি পরবর্তী পাঠগুলো উপস্থাপন করবেন। তাই এই তালিকাটি শ্রেণিকক্ষের এমন স্থানে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করুন, যাতে সেটি পরবর্তী ১০টি সেশনের সময় পর্যন্ত শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শিত থাকে। তালিকাটি সেভাবে প্রদর্শন করা সম্ভব না হলে সেটি নিজের কাছে সংরক্ষণ করুন এবং পরবর্তী ১০টি সেশনের প্রত্যেক সেশনে তালিকাটি নিয়ে এসে প্রদর্শন করে পাঠ উপস্থাপন করুন।

৩। ইসলামের আলোকে আদর্শবানদের জীবন

৭টি সেশন

এই অংশে এসে মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.), হযরত ইসমাইল (আ.), উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা (রা.), হযরত উমর (রা.) এবং খাজা মুঈন উদ্দীন চিশতী (রহ.) এর জীবন থেকে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরবেন। এক্ষেত্রে তারা কি কি ভালো কাজ করতেন বা তাদের কোন কোন গুণগুলো শিক্ষার্থীরা নিজেদের জীবনেও প্রয়োগ করতে পারে সে বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে পাঠ উপস্থাপন করতে হবে।

পাঠ উপস্থাপনের সময় শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করা তালিকাটির প্রতি লক্ষ্য রাখুন। জীবনাদর্শ থেকে যখন যে জীবনীটি আলোচনা করবেন তখন তার সাথে তালিকার ভালো কাজগুলো মিলিয়ে আলোচনা করুন।

উদাহরণস্বরূপ— যদি শিক্ষার্থীদের করা ভালো কাজের তালিকায় কোথাও লেখা থাকে ‘সবাইকে সাহায্য করা’ তাহলে মহানবি (সা.) এর জীবনী আলোচনার সময় তিনি যে সবাইকে যথাসম্ভব সাহায্য সহযোগিতা করতেন তা উল্লেখ করে শিক্ষার্থীদের তালিকাটি দেখিয়ে বলুন, ‘দেখো, তোমাদের তালিকাতেও এই ভালো কাজটির কথা উল্লেখ করা আছে।’

এই অংশের প্রথম ৩টি সেশন হবে মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর জীবনের উপর। ২টি সেশন হযরত ইসমাইল (আ.) এর জীবনী, ২টি সেশন হযরত আয়েশা (রা.) এর জীবনী, ২টি সেশন হযরত উমর (রা.) এবং একটি সেশন খাজা মুঈন উদ্দীন চিশতী (রহ.) এর জীবনের উপর হবে।

এক্ষেত্রে সেশনগুলো এভাবে ভাগ করতে পারেন- ২টি করে সেশনের ক্ষেত্রে জীবনী একটি সেশনে উপস্থাপন করে পরবর্তী সেশনে দলগত কাজটি করতে দিবেন। ১টি করে সেশনের ক্ষেত্রে জীবনের কেবল শিক্ষণীয় অংশ অল্প সময়ের মাঝে উপস্থাপন করে সেশনের বাকি অংশ শিক্ষার্থীদের দলগত কাজ করতে দিবেন।

লক্ষ করুন: অধ্যায় ৫ এর সকল পাঠের শেষে শিক্ষার্থীদের জন্য যে কাজগুলো দেওয়া রয়েছে সেগুলো প্রায় একই ধরনের কাজ। প্রতিটি কাজের মূল বক্তব্য হলো শিক্ষার্থীরা জীবনী থেকে শিক্ষণীয় ভালো কাজগুলো নির্ণয় করে সেগুলো নিজেদের জীবনে চর্চা করার চেষ্টা করবে। তাই শিক্ষার্থীদের এ প্রতিটি দলগত কাজ শেষে সেগুলো সংরক্ষণ করুন। পরবর্তী সেশনগুলোতে এই কাজগুলো নিয়েই শিক্ষার্থীদের আরো কাজ করতে হবে।

৪। নৈতিকতা ও মূল্যবোধ চর্চা

২টি সেশন

শিক্ষার্থীরা আগের ১০টি সেশনে যা যা দলগত কাজ করেছিল সেগুলো একত্র করুন। শিক্ষার্থীদেরকে সম্মিলিতভাবে সকল জীবনী থেকে সকল নৈতিক ও মানবিক কাজগুলো নিয়ে একটি তালিকা তৈরি করতে বলুন।

শিক্ষার্থীদেরকে একটি (প্রয়োজনে একাধিক) বড় পোস্টার কাগজ দিন। আগের সবগুলো কাজ দেখে দেখে তাদেরকে সেই পোস্টার কাগজে সবগুলো কাজ লিখে ফেলতে বলুন। একই নৈতিক বা মানবিক কাজ যদি একাধিক জীবনীতে উল্লেখ থাকে তবে সেটি কেবল একবার লিখতে বলুন। শিক্ষার্থীদের পোস্টার তৈরি করা হয়ে গেলে সেটি দেখে শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে অন্তত একটি করে গুণ বা কাজ চিহ্নিত করতে বলুন যেটি শিক্ষার্থী নিজের জীবনে চর্চা করতে চায়। একই সাথে কোন গুণ বা কাজটি শিক্ষার্থী চায় অন্যরাও চর্চা করুক সেটি নির্ণয় করতে বলুন।

শিক্ষার্থীদেরকে এবার শ্রেণির কাজের খাতায় একটি ছক আঁকতে বলুন। ছকটি হবে এমন-

আমি যে সব নৈতিক বা মানবিক গুণাবলি চর্চা করব	অন্যদেরকে যেসব নৈতিক বা মানবিক গুণাবলি চর্চা করতে উৎসাহিত করব
১।	১।
২।	২।
৩।	৩।

শিক্ষার্থীদেরকে এবার তাদের এই ছকটি পূরণ করতে বলুন। এই ছক অনুসারে শিক্ষার্থীদেরকে বলুন নিজের একটি ডায়েরি রাখতে যেখানে সে নিজের এই গুণটি কবে কীভাবে চর্চা করছে তা লিখে রাখবে এবং একই সাথে কিভাবে অন্যকে অনুপ্রাণিত করছে তাও লিখে রাখবে। শিক্ষার্থীদের জানান যে তাদের এই ডায়েরিটি আপনি এক সপ্তাহ পর দেখবেন এবং শিক্ষার্থীরা সঠিকভাবে তাদের নৈতিক বা মানবিক গুণাবলি চর্চা করতে পেরেছে কিনা তা মূল্যায়ন করবেন।

সপ্তম শ্রেণির ইসলাম শিক্ষার সর্বশেষ সেশনে শিক্ষার্থীদের ডায়েরিগুলো দেখুন এবং নিশ্চিত করুন যে শিক্ষার্থীরা নৈতিকতা ও মানবিকতা চর্চা করছে।

লক্ষ করুন: এখানে দুইটি সেশনের উল্লেখ থাকলে একটি সেশনেই এই কাজগুলো সম্পন্ন করা সম্ভব। তাই এই কাজের দ্বিতীয় সেশনটি হবে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ের বাইরের সেশন বা বাড়ির কাজ /ডায়েরিতে কাজগুলো লেখা/নৈতিকতা চর্চার সেশন। শ্রেণির সময়ের মধ্যে এই সেশনটি থাকবে না।

যোগ্যতা



অভিজ্ঞতা



সেশন সংখ্যা



এ সেশনের শুরুতেই শিক্ষার্থীদের জানান যে তাদেরকে এ সেশনে কয়েকটি ছবি বা কমিক্স আঁকতে হবে। ছবি আঁকার জন্য শিক্ষার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় কাগজ সরবরাহ করুন। কিভাবে কি ছবি আঁকতে হবে তার সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান করুন।

শিক্ষার্থীদের যে ছবি আঁকার কাগজগুলো দেওয়া হবে সেগুলো আগে থেকেই প্রস্তুত করে রাখুন। প্রত্যেক শিক্ষার্থী দুটি করে কাগজ পাবে, যার প্রত্যেকটিতে চার ঘর বিশিষ্ট একটি বক্স থাকবে এবং প্রত্যেক বক্সেই শিক্ষার্থীদের কিসের ছবি আঁকতে হবে তা লেখা থাকবে।

প্রথম কাগজে থাকবে নওয়াব বেগম ফয়জুন্নেসা চৌধুরানীর নাম এবং তার পরোপকার এর কিছু উদাহরণ।

কাগজটি হবে এমন –

<p style="text-align: center;">নওয়াব বেগম ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী</p>	<p>এখানে যে কোনো একটি কাজ বোঝাতে ছবি অঙ্কন কর</p> <ol style="list-style-type: none"> ১. বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ২. ইংরেজি উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা
<p>এখানে যে কোনো একটি কাজ বোঝাতে ছবি অঙ্কন কর</p> <ol style="list-style-type: none"> ১. দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন ২. দুস্থ মানুষের চিকিৎসায় অর্থ দান 	<p>এখানে যে কোনো একটি কাজ বোঝাতে ছবি অঙ্কন কর</p> <ol style="list-style-type: none"> ১. রাস্তাঘাট নির্মান ২. দিঘি-পুকুর খনন

পরের কাগজটিতে থাকবে মাদার তেরেসা এর নাম এবং তার পরোপকার এর কিছু উদাহরণ।

কাগজটি এমন হবে –

<p style="text-align: center;">মাদার তেরেসা</p>	<p>এখানে যে কোনো একটি কাজ বোঝাতে ছবি অঙ্কন কর</p> <ol style="list-style-type: none">১. বস্তি এলাকায় শিশু বিদ্যালয় পরিচালনা২. অনাথ আশ্রম পরিচালনা
<p>এখানে যে কোনো একটি কাজ বোঝাতে ছবি অঙ্কন কর</p> <ol style="list-style-type: none">১. ক্লিনিকে অসুস্থ মানুষদের সেবাকাজ২. মিশনারিজ অব চ্যারিটি স্থাপন	<p>এখানে যে কোনো একটি কাজ বোঝাতে ছবি অঙ্কন কর</p> <ol style="list-style-type: none">১. শিশুদের জন্য খাবার পরিবেশন২. এইডস, কুষ্ঠ ও যক্ষ্মা রোগীদের সেবা

শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে কাগজের নির্দেশনা অনুসারে ৩টি করে ৬টি ছবি আঁকতে বলুন।

ছবি আঁকার পূর্বে শিক্ষার্থীদেরকে কাগজে যে কাজগুলোর কথা লেখা আছে সেগুলো সম্পর্কে চিন্তা করতে বলুন। এই কাজগুলোকে বোঝাতে কিভাবে কি ছবি আঁকা যায় তা চিন্তা করে বের করতে শিক্ষার্থীদেরকে ৫ মিনিট সময় দিন। এরপর ৩টি ছবি আঁকার জন্য ৩০ মিনিট সময় নির্ধারণ করে দিন।

শিক্ষার্থীরা প্রথম সেশনে নওয়াব বেগম ফয়জুন্নেসা চৌধুরানীর নাম লেখা কাগজটিতে ছবি আঁকবে এবং পরের সেশনে মাদার তেরেসার নাম লেখা কাগজে ছবি আঁকবে।

লক্ষ করুন: ইসলামি বিধান মেনে ছবি আঁকার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদেরকে এমনভাবে আঁকতে বলুন যাতে তাদের ছবিতে কোন মানুষ বা প্রাণির অস্তিত্ব না থাকে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদেরকে এমনভাবে চিন্তা করতে বলুন যাতে তাদের ছবিগুলো প্রতিকী ছবি হয় যা দিয়ে যে কাজগুলোর কথা বলা আছে সেগুলো কোনো না কোনোভাবে বোঝা যায়।

২। অঙ্কিত চিত্র বিশ্লেষণ

১টি সেশন

আগের দুটি সেশনে শিক্ষার্থীরা যে ছবি আঁকলো সেই কাজটি করে তাদের কেমন লেগেছে তা শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চান। শিক্ষার্থীরা কি বলছে তা মনোযোগ দিয়ে শুনুন।

শিক্ষার্থীদের দুটি দলে ভাগ করে দিন। একটি দলকে বলুন নওয়াব বেগম ফয়জুন্নেসা চৌধুরানীর কাজগুলো নিয়ে আলোচনা করতে এবং অন্য দলকে বলুন মাদার তেরেসার কাজগুলো নিয়ে আলোচনা করতে। আলোচনা শেষে দুই দলকেই একটি করে পোস্টার কাগজ দিন। তারা যে কাজগুলো নিয়ে আলোচনা করেছে সেই কাজগুলো দ্বারা মানুষ কিভাবে উপকার পেয়েছে বলে তারা মনে করে তা সেই পোস্টার কাগজগুলোতে লিখে ফেলতে বলুন।

পরের সেশনে শিক্ষার্থীদেরকে তাদের লেখাগুলো market place করতে বলুন। অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা এক দলের কাজ অন্য দল পরিদর্শন করবে। অন্য দল থেকে যদি নতুন কোনো ধারণা পাওয়া যায় তাহলে তা নিজের দলগত লেখার সাথে অন্তর্ভুক্ত করবে।

পরিদর্শন এবং লেখা অন্তর্ভুক্তকরণ হয়ে গেলে প্রতিটি দলকে তাদের পোস্টার আপনার সামনে উপস্থাপন করতে বলুন।

৩। সম্প্রীতির ধারণা অর্জন

১টি সেশন

সম্প্রীতি, নওয়াব বেগম ফয়জুন্নেসা চৌধুরানীর জীবনে ভালো কাজ এবং মাদার তেরেসার জীবনের ভালো কাজগুলো এবার এই শিক্ষক সহায়িকা অনুসারে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করবেন।

লক্ষ করুন: যেহেতু পাঠ্যবই এ নওয়াব বেগম ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী এবং মাদার তেরেসার জীবনী উল্লেখ নেই তাই এই অংশের পাঠ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে আপনি ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষণ পদ্ধতি অবলম্বন করবেন। এক্ষেত্রে আপনি ডকুমেন্টারি ভিডিও দেখানো, গল্প বলা, শিক্ষক সহায়িকা থেকে পড়ে শুনানো ইত্যাদি পদ্ধতি অবলম্বন করবে পারেন। মূল কথা হল শিক্ষার্থীরা যাতে এই দুইজন ব্যক্তির জীবনের মানবকল্যাণমূলক কাজগুলো সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করে সেই সুযোগ আপনি তাদের জন্য সৃষ্টি করে দিবেন। আর সেই সুযোগ সৃষ্টির জন্য আপনাকে যা যা কাজ করতে হয় তার সবগুলোই আপনি করবেন।

সম্প্রীতি

সম্প্রীতি অর্থ সম্ভাব। অর্থাৎ সবার সাথে মিলেমিশে সুন্দর সম্পর্ক বজায় রেখে চলা। সপ্তম শ্রেণির যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা ও এ শিক্ষার্থীদেরকে যে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষাটি দেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে সেটি হল ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রেখে সকলের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করা। এর আলোকে নওয়াব বেগম ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী এবং মাদার তেরেসার জীবন ও কাজের কিছু অংশ তুলে আনা হয়েছে যেগুলো থেকে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারবে যে সকল ধর্মেরই মূল প্রতিপাদ্যগুলোর একটি হল জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে জনসেবা ও পরোপকার করা এবং সকলের সাথে সম্প্রীতি বজায় রাখা।

লক্ষ করুন: যেহেতু এই অভিজ্ঞতার মূল প্রতিপাদ্য হল ধর্মীয় সম্প্রীতি, তাই শিক্ষার্থীদের সামনে এ পাঠগুলো উপস্থাপনের ক্ষেত্রে ধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরার ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ দিন।

এ অংশের প্রথম সেশনে শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় সম্প্রীতি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করুন। দ্বিতীয় সেশনে নওয়াব বেগম ফয়জুন্নেসা চৌধুরানীর জীবনে মানবকল্যাণমূলক কাজগুলোর কথা উল্লেখ করে তিনি যে ধর্ম নির্বিশেষে সকলের উপকার করতেন তা শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলুন।

একইভাবে তৃতীয় সেশনে মাদার তেরেসার জীবনের মানবকল্যাণমূলক কাজগুলো বর্ণনার ক্ষেত্রেও তিনি যে কারও ধর্ম পরিচয়কে প্রাধান্য না দিয়ে সকলের সেবা করেছেন তা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে উল্লেখ করুন।

নওয়াব বেগম ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী

জন্ম: নওয়াব বেগম ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী ১৮৩৪ সালে কুমিল্লার হোমনাবাদ পরগনা যা এখন লাকসাম উপজেলা, তার পশ্চিমগাঁওয়ে জন্ম গ্রহণ করেন।

সেবামূলক কাজ: নওয়াব বেগম ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী ছিলেন বাংলাদেশের মুসলমান নারী জাগরণের পথিকৃৎ। বাংলাদেশের নারী সমাজ যখন অবহেলিত তখন তিনি ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে নারী শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে নিজগ্রামে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পরবর্তীতে তিনি নিজেই সেই বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত হন। উপমহাদেশের বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত মেয়েদের প্রাচীনতম বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে এটি অন্যতম। পরবর্তীতে বিদ্যালয়টি একটি কলেজে রূপান্তরিত হয় যার নাম হয় নওয়াব ফয়জুন্নেসা কলেজ।

১৮৯৩ সালে পর্দানশীল এবং দরিদ্র নারীদের চিকিৎসার জন্য তিনি নিজ গ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। এছাড়া তিনি ‘ফয়জুল্লাহা জেনানা হাসপাতাল’ নামে একটি চিকিৎসালয়ও স্থাপন করেন। শিক্ষা বিস্তারেও তাঁর অসামান্য অবদান রয়েছে। তিনি মাদ্রাসা, প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ইংরেজি শিক্ষার জন্য উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। দুঃস্থ মানুষের চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল নির্মাণে ও অন্যান্য জনহিতকর কাজে অর্থ দান করেন। এলাকার রাস্তাঘাট নির্মাণ, দীঘি-পুকুর খনন প্রভৃতি জনহিতকল্যাণকর কাজে তার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। তিনি ১৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, অনেকগুলো দাতব্য প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, এতিমখানা এবং সড়ক নিমার্ণ করে সমাজ সংস্কারের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর সমস্ত ভূসম্পত্তি জাতির সেবায় দান করে যান।

পুরস্কার: নওয়াব বেগম ফয়জুল্লাহা চৌধুরানী ছিলেন অত্যন্ত পরোপকারী। নিজ জেলার উন্নতিকল্পে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিরাট পরিকল্পনার সমস্ত ব্যয়ভার তিনি গ্রহণ করেছিলেন বলে তৎকালীন মহারাণী ভিক্টোরিয়া ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে তাকে নওয়াব উপাধিতে ভূষিত করেন। মহারানী ভিক্টোরিয়া ‘নওয়াব’ উপাধি সংবলিত সনদ ও হীরকখচিত মূল্যবান পদক তাকে প্রদান করেন। তৎকালীন কুমিল্লার জেলা প্রশাসক মিস্টার উগলাস আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে এই পদক প্রদান করেন।

মৃত্যু: তিনি ১৯০৩ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর নিজ জেলায় মৃত্যুবরণ করেন।

মাদার তেরেসা

জন্ম: মাদার তেরেসা ২৬শে আগষ্ট, ১৯১০ সালে অটোমান সাম্রাজ্যের আলবেনিয়া রাজ্যের স্কপিয়’তে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার পরিবার ছিল আলবেনিয়ান বংশোদ্ভূত।

সেবা কাজ: তিনি কোলকাতার বস্তিতে দরিদ্রতম দরিদ্রদের মধ্যে কাজ করেন। যদিও তার আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল না। তিনি বস্তির জন্য একটি উন্মুক্ত স্কুল শুরু করেছিলেন। ১৯৫০ সালের ৭ অক্টোবর তেরেসা ‘ডায়োসিসান ধর্মপ্রচারকদের সংঘ’ করার জন্য ভ্যাটিকানের অনুমতি লাভ করেন। এ সমাবেশই পরবর্তীতে ‘দ্য মিশনারিজ অব চ্যারিটি’ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ‘দ্য মিশনারিজ অফ চ্যারিটি’ হলো একটি খ্রীষ্ট ধর্মপ্রচারণা সংঘ ও সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান। ১৯৫০ সালে তিনি ‘নির্মল শিশু ভবন’ স্থাপন করেন। এই ভবন ছিল এতিম ও বসতিহীন শিশুদের জন্য এক ধরণের স্বর্গ। ২০১২ সালে এই সংঘের সাথে যুক্ত ছিলেন ৪,৫০০ জনেরও বেশি সন্ন্যাসিনী। প্রথমে ভারতে ও পরে সমগ্র বিশ্বে তার এই ধর্মপ্রচারণা কার্যক্রম ছড়িয়ে পড়ে। তার প্রতিষ্ঠিত চ্যারিটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে দরিদ্রদের মধ্যে কার্যকর সহায়তা প্রদান করে থাকে যেমন- বন্যা, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, নেশা, গৃহহীন, পারিবারিক পরামর্শদান, অনাথ আশ্রম, স্কুল, মোবাইল ক্লিনিক ও উদ্ভাস্তুদের সহায়তা ইত্যাদি। তিনি ১৯৬০ এর দশকে ভারত জুড়ে এতিমখানা, ধর্মশালা এবং কুষ্ঠরোগীদের ঘর খুলেছিলেন। তিনি অবিবাহিত মেয়েদের জন্য তার নিজের ঘর খুলে দিয়েছিলেন। তিনি এইডস আক্রান্তদের যত্ন নেয়ার জন্য একটি বিশেষ বাড়িও তৈরি করেছিলেন। মাদার তেরেসার কাজ সারা বিশ্বে স্বীকৃত এবং প্রশংসিত হয়েছে। তার মৃত্যুর সময় বিশ্বের ১২৩টি দেশে মৃত্যু পথযাত্রী এইডস, কুষ্ঠ ও যক্ষ্মা রোগীদের জন্য চিকিৎসা কেন্দ্র, ভোজনশালা, শিশু ও পরিবার পরামর্শ কেন্দ্র, অনাথ আশ্রম ও বিদ্যালয়সহ দ্য মিশনারিজ অফ চ্যারিটির ৬১০টি কেন্দ্র বিদ্যমান ছিল।

মৃত্যু: তিনি ১৯৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ৫ তারিখ ৮৭ বছর বয়সে কোলকাতার পশ্চিমবঙ্গে মৃত্যুবরণ করেন।

৪। মানবকল্যানমূলক কাজ

২টি সেশন

শিক্ষার্থীদেরকে কয়েকটি দলে ভাগ করে দিন। নওয়াব বেগম ফয়জুল্লেসা চৌধুরানীর যে সকল মানবকল্যানমূলক কাজ সম্পর্কে তারা জেনেছে তার মধ্যে থেকে একটি করে কাজ প্রত্যেক দলকে নির্বাচন করতে বলুন। একই ভাবে প্রত্যেক দলকে মাদার তেরেসার কাজগুলো থেকে একটি করে কাজ নির্বাচন করতে বলুন। প্রত্যেক দল যে কাজ দুটি নির্বাচন করেছে সেই কাজগুলোর মধ্যে থেকে একটি করে কাজ দলের সকল সদস্য মিলে শ্রেণিকক্ষের বাইরে সম্পাদন করে এসে তা শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করতে বলুন।

এই কাজের প্রথম সেশনে শিক্ষার্থীরা দলে ভাগ হয়ে কাজগুলো নির্বাচন করবে এবং কিভাবে সেই কাজগুলো তারা করবে তা আলোচনা করবে। কাজগুলো করার ক্ষেত্রে শিক্ষক হিসেবে আপনি প্রত্যেকটি দলকে যথাসাধ্য সহায়তা করবেন।

দ্বিতীয় সেশনটি হবে শ্রেণিকক্ষের বাইরের সেশন। এই সেশনে শিক্ষার্থীরা তাদের নির্বাচিত সেবামূলক কাজটি করবে।

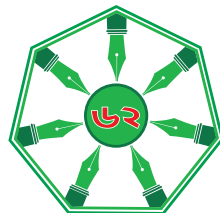
তৃতীয় সেশনে এসে শিক্ষার্থীরা দ্বিতীয় সেশনে কি কাজ করেছে তা শ্রেণিকক্ষে সকলের সামনে উপস্থাপন করবে। তাদের এই উপস্থাপনায় শিক্ষক হিসেবে আপনি যথাযথ সহায়তা প্রদান করবেন।

দ্রষ্টব্য ১: এই অভিজ্ঞতাটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে ধর্মীয় সম্প্রীতি সম্পর্কে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রদানের চেষ্টা করা হচ্ছে। তাই শিক্ষার্থীদের কাজে কোথাও কোনো ধর্ম পরিচয় প্রাধান্য পাচ্ছে কিনা তা শিক্ষার্থীদের নোট করতে বলবেন। শেষ সেশনে শিক্ষার্থীরা তাদের সেবামূলক কাজ শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপনের সময় তাদের কাজটি করার ক্ষেত্রে কার ধর্ম কি সেটি কোনভাবে প্রাধান্য পেয়েছে কিনা সেটি জানতে চাইবেন।

দ্রষ্টব্য ২: এখানে উল্লেখিত কাজগুলোর মাঝে অনেকগুলো কাজই শিক্ষার্থীদের পক্ষে করা সম্ভবপর হবে না (যেমন- বিদ্যালয়/চিকিৎসালয় গঠন ইত্যাদি)। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের কাজ সহজ করে দিতে আপনি তাদের এই কাজগুলোর কাছাকাছি যেকোনো সেবামূলক কাজ করতে উৎসাহিত করবেন (যেমন- অসুস্থ কারো সেবা করা / অর্থ দান করা, কাউকে একবেলা খাওয়ানো, শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি)।

দ্রষ্টব্য ৩: শিক্ষার্থীরা তাদের সেবামূলক কাজের ক্ষেত্রে যদি কোনোভাবে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ভেদাভেদ করে থাকে বা এমন কিছু লক্ষ্য করে থাকে তাহলে এই অভিজ্ঞতার মূল ধারণা ও শিক্ষা থেকেই তারা বিচ্যুত হয়ে যাবে। তাই এমন কোনো ঘটনা যাতে না ঘটে সেদিকে শিক্ষক হিসেবে আপনি দৃষ্টি রাখবেন।

শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনার মাধ্যমে সপ্তম শ্রেণির ইসলাম শিক্ষার পাঠ সমাপ্ত হবে। সেশন শেষে শিক্ষার্থীদের কোনো প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর দিন। শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন জীবনে মানবকল্যাণের চর্চা অব্যাহত রাখার পরামর্শ দিয়ে সেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করুন।



হাত ধোয়ার সঠিক নিয়ম

১



পানি ব্যবহার করে
সাবান দিয়ে ফেনা
তৈরি করতে হবে

২



দুই হাতের পেছন
থেকে আঙুলের ফাঁক
পরিস্কার করতে হবে

৩



দুই হাতের তালু এবং
আঙুলের ফাঁক পরিস্কার
করতে হবে

৪



দুই হাতের আঙুল
আলতোভাবে মুঠো করে
ভালোভাবে ঘষতে হবে

৫



দুই হাতের বুড়ো আঙুল
হাতের তালু দিয়ে ঘুরিয়ে
পরিস্কার করতে হবে

৬



এক হাতের পাঁচ আঙুলের
নখ দিয়ে অন্য হাতের তালু
ভালোভাবে ঘষতে হবে

৭



দুই হাতের কজি পর্যন্ত
ভালোভাবে পরিস্কার
করতে হবে

৮



হাত ভালোভাবে খুয়ে
শুকনো পরিস্কার কাপড় বা
টিন্যু দিয়ে মুছে নিতে হবে

২০২৪ শিক্ষাবর্ষ
৭ম শ্রেণি
শিক্ষক সহায়িকা
ইসলাম শিক্ষা

তোমরা মাতাপিতার সাথে সদ্ব্যবহার করো

—আল কুরআন

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন— দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত সোনার বাংলাদেশ গড়তে
নিজেদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।

— মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে
১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন



শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য